জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

সুপ্রিম জিজ্ঞাসা

কোন ৬৫ লক্ষের নাম বাদ গেল খসড়া ভোটার তালিকা থেকে? এই নিয়ে দায়ের হয়েছে নতুন মামলা। কেন নামগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে সে-নিয়ে কমিশনের থেকে জবাব চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট

ভারী বৃষ্টি

৮ ও ১১ অগাস্ট উত্তরে ভারী থেকে অতি-ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। ৯ তারিখ দক্ষিণে ভারী থেকে অতি-ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। আগামী সপ্তাহে গোটা দক্ষিণে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলতে থাকবে

জরিমানা, ভারতীয় পণ্যে আরও ২৫% ট্রাম্পের শুল্ক

প্রকল্প মুখ্যমন্ত্রীর নামে করা যাবে, জানাল সুপ্রিম কোর্ট

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৭৫ ● ৭ অগাস্ট, ২০২৫ ● ২১ শ্রাবণ ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 75 ● JAGO BANGLA ● THURSDAY ● 7 AUGUST, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

ভাষার জন্য জীবন দিতে পারি

রাজ্যে বিজেপি নেতারা এলেই ধিক্কার-মিছিল

প্রতিবেদন : এনাফ ইজ এনাফ। আর সহ্য করব না বাংলার অসম্মান। বাংলাভাষার উপর অত্যাচার হলে বিশ্বের কাছে বিজেপির মুখোশ খুলে দেব। বুধবার ঝাড়গ্রামে ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ থেকে গর্জে উঠলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলেন, এবার প্রতিবাদ-প্রতিরোধের পালা। বিজেপি নেতারা রাজ্যে এলেই ধিক্কার-মিছিল হবে। প্রয়োজনে ভাষার জন্য জীবন দেব, কিন্তু বাংলার অসম্মান মানব না।

একনজরে

- রোটি-কাপড়া-মাকান, এটাই আমাদের হিন্দুস্তান
- বিজেপির মুখোশ খুলে দেব, সারা বিশ্বকে জানাব
- সরকারি কর্মচারীকে ভয় দেখানো হচ্ছে
- অমিত শাহের দালালি করছে নির্বাচন কমিশন
- এনআরসির ভয়ে আত্মহত্যা করছে, দায় কে নেবে
- আমাকে জব্দ করতে এলে বাংলার মানুষ স্তব্ধ করে দেবে

ঝাড়গ্রামের একলব্য মোড় থেকে তিন কিলোমিটার ভাষা-মিছিলের পর পাঁচমাথার মোড়ের সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বাংলাভাষায় কথা বললেই বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা বলে দেগে দেওয়া হচ্ছে। বিজেপির রাজ্যে মারধর করছে বাংলার শ্রমিকদের। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরা কোন ভাষায় কথা বলতেন! মনে রাখবেন বাংলা ছাড়া ভারতবর্ষ হয় না। বাংলা ছাড়া সারা বিশ্ব হয় না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি আবার বলছি, (এরপর ৫ পাতায়)

জনস্রোতে প্রতিবাদ। হাতে বিরসা মুন্ডা ও স্বামীজির ছবি। ভাষাসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মিছিলে মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার ঝাড়গ্রামের রাজপথে।

ভেঙে দেবেন না মনোবল চিঠি দিলেন অফিসাররা

প্রতিবেদন : **দুই সহকর্মীর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের কঠোর পদক্ষেপের নির্দেশ মনোবলে গভীর আঘাত হেনেছে ডব্লিউবিসিএস আধিকারিকদের। এই বক্তব্যকে সামনে রেখেই কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হল ডব্লিউবিসিএস (এক্সিকিউটিভ) অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন। কমিশনের নির্দেশে দুই অফিসারকে সাসপেন্ড করার ঘটনায় প্রবল উদ্বেগ প্রকাশ করে সংগঠন মুখ্যসচিবকে চিঠি পাঠিয়েছে। চিঠিতে স্পষ্ট ভাষায় জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট দুই আধিকারিক** (এরপর ৬ পাতায়)

একজনের সাসপেন্ডও মানব না

প্রতিবেদন : এসআইআরের নামে এনআরসির চক্রান্ত চলছে। অফিসারকে সাসপেন্ড করে দিচ্ছে! নোটিশ পাঠিয়ে দিচ্ছে! এসব হচ্ছেটা কী! কোন আইনে তুমি নোটিশ পাঠাচ্ছো? লজ্জা করে না! ঝাড়গ্রামের সভা থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও নির্বাচন কমিশনকে একযোগে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, অমিত শাহের দালালি করছে নির্বাচন কমিশন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনে করেন, উনি যা বলবেন তাই হবে। কিন্তু হবে না।

শাহের দালালি করছে কমিশন

একজনকেও সাসপেন্ড করতে দেব না। আমাদের অফিসারকে প্রোটেকশন দেওয়ার ক্ষমতা আমরা রাখি। (এরপর ৫ পাতায়)

ঐক্যবদ্ধ হয়ে মানুষের কাজ করুন : অভিষেক

প্রতিবেদন : জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বিধানসভা-অঞ্চল-ব্লক-টাউন-বুথ ধরে ধরে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কোচবিহার-জলপাইগুড়ির পর বুধবার জলপাইগুড়ি ও মালদহ জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসেন তিনি। ছিলেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সিও। দলের নির্দেশ, ঐক্যবদ্ধ হয়ে সকলকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে-অঞ্চলে-বুথে আরও বেশি করে নিবিড় জনসংযোগ গড়ে তোলা-সহ জেলার উন্নয়ন প্রকল্পগুলির দিকেও নজর রাখা ও যথাযথ সময়ে তা শেষ করতে হবে। মঙ্গলবার ভার্চুয়াল বৈঠকে দলকে একাধিক বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। (এরপর ৬ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ভ্রুকুটি

চোখের তারায় কেন এত
অমাবস্যা?
কপালে সারি সারি ভাঁজ
ভুরু ভ্রুকুটির
বারোমাস্যা!
চোখের পাতা গেছে কুঁচকে
গাল দুটোতে জমেছে
ভরা ঈর্ষা!

কেন?
কেনই জানে না
চোখের তারা তো কালো
তবে তাতেও কেন অন্ধকার,
ওটা তো কালো হলেও
জগতের আলো।
যার দৃষ্টি আছে,
সে জানে তার মর্ম
আর যার থেকেও নেই
সে তো সর্বনাশী
রোদন ভরা এ আঁখিতে
স্বপ্ন ভেসে ওঠে বর্ষাতে
আলোকের আলোর ঝরনাতে
ভবিতব্যের হকিকতে
অমাবস্যা তারাতে সাময়িক
সত্য দৃষ্টিই তারার ভবিষ্যৎ।

বিজেপির মুখপাত্র থেকে বিচারপতি!

প্রতিবেদন : দেশের বিচারব্যবস্থায় আর-এক নির্মম পরিহাস! বিজেপির শাসনে এতটাই নগ্ন 'সিস্টেম' যে, কখনও বিচারপতিরা হন সাংসদ, আবার কখনও পার্টির মুখপাত্র বনে যান বিচারপতি! আর কত নগ্ন হবে বিজেপি! বোম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে মহারাষ্ট্রে ভারতীয় জনতা পার্টির মুখপাত্র আরতি সাঠে নিযুক্ত হওয়ার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হলেন তৃণমূলের (এরপর ৬ পাতায়)

নানা রকম

তারিখ অভিধান

১৮৬৮ প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)

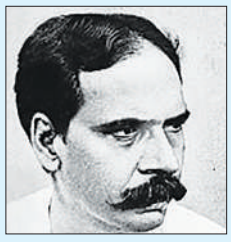

অবিভক্ত ভারতের যশোরে জন্ম নেন। প্রাবন্ধিক, কবি ও ছোটগল্পকার। বীরবল ছদ্মনামও তিনি ব্যবহার করেছেন। বাংলা গদ্যে চলিত রীতির প্রবর্তক হিসাবে প্রসিদ্ধ। ‘সবুজপত্র’ পত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে চলিতরীতি প্রবর্তন করেন। এ-ছাড়া বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ রচনা করেন। ছোটগল্প ও সনেট রচনাতেও তাঁর বিশিষ্ট অবদান রয়েছে।

১৮১৩ রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩) প্রয়াত হন। বাংলা গদ্যসাহিত্যের আদি লেখকদের একজন। প্রথমদিকে তিনি ভারতে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য আসা মিশনারি পাদ্রিদের বাংলা শেখাতেন। পরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে তিনি মুন্সি ও সংস্কৃত ভাষার সহকারী শিক্ষকের চাকরি পান। তাঁর রচিত রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত বাঙালির লেখা প্রথম বাংলা মৌলিক গদ্যগ্রন্থ ও ছাপাখানায় মুদ্রিত প্রথম বাংলা বই।

‘কে আর তরিতে পারে
লর্ড জিজস্ক্রাইস্ট বিনা গো’।

মূল ইংরেজি গান ‘জিজাস, আই লাভ দাই চারমিং নেম’ ও ‘হি ডাইস! দি ফ্রেন্ড অফ সিনারস্ ডাইস’-এর অনুসরণে ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে রামরাম বসু যথাক্রমে লেখেন ‘হে খ্রিস্ট যিশু মুকদিত’ ও ‘হে শুন পাতকিগণ’ শীর্ষক দু’টি গান। তা ছাড়াও শ্রীরামপুর মিশনের পাদ্রি ওয়ার্ডের অনুরোধে রামরাম বসু ‘খ্রিস্ট বিবরণামৃতং স্তবং’ অংশে যিশু খ্রিস্টের স্তবগান রচনা করে লেখেন,

‘দয়াতে যে গুণময়
অবতরি য়হোদয়
ত্রাণহেতু লভিল মরণ।’

এইভাবে রামরাম কেরিকে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে সহায়তা করেছিলেন, হিন্দু পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী লেখা লিখেছিলেন। কেরি বা অন্য মিশনারিরা নিশ্চিত হয়েছিলেন যে রামরাম খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করবেন। কিন্তু তা হয়নি।

১৯৫৬ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৮৭-১৯৫৬) এদিন প্রয়াত হন। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় রাজ্যপাল। শিক্ষকসুলভ অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার জন্য রাজ্যপাল থাকাকালে জনসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হন। কর্মরত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

১৮৭১ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। বেঙ্গল স্কুলের সেই পথিকৃৎ, যাঁর শিল্পসত্তা জন্ম দিয়েছিল এক নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা রীতির। তিনি সেই শিল্পাচার্য, যাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বেঙ্গল স্কুলের পরবর্তী শিল্পীরা এ দেশের আধুনিক চিত্রকলার পথ প্রশস্ত করেছিলেন। অসামান্য এক শিক্ষক, এসরাজবাদক, অভিনেতা। এসবের পাশাপাশি চলত সাহিত্য চর্চাও। বৈষ্ণব পদাবলির এক সেট ছবি এঁকেছিলেন। এর পরে একে একে এঁকে ছিলেন কৃষ্ণলীলা, আরব্য রজনী, শাহজাহানের মৃত্যু, ভারতমাতা ইত্যাদি কত না ছবি! ঠাকুরবাড়িতে বরাবরই জন্মাষ্টমীর দিনে অবনীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালন করা হত। তবে ১৯৪১-এর ৭ অগাস্ট সব কিছু কেমন যেন বদলে গিয়েছিল। ইংরেজি তারিখ অনুসারে অবনীন্দ্রনাথের ৭০তম জন্মদিন। সেদিন তাঁর রবিকাকা অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ পাড়ি দিয়েছেন অমৃতলোকে। আর শোকে স্তব্ধ ৭০ বছরের অবন ঠাকুর তখন পাঁচ নম্বর বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় বসে আপন মনে এঁকে চলেছেন একটি ছবি— সে ছবি রবিকাকার অন্তিমযাত্রার। ছবিতে শুধু অসংখ্য ঊর্ধ্বমুখী হাতের সারি। তার উপর দিয়ে যেন ভেসে চলেছে রবিকাকার শায়িত মরদেহ। এ যেন ইহলোক থেকে অমৃতলোকের পানে তাঁর যাত্রা। সে ছবি পরে প্রবাসীতে ছাপাও হয়েছিল।

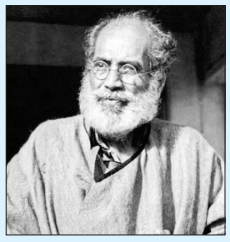

১৮৭৬ মাতা হারি (১৮৭৬-১৯১৭) এদিন নেদারল্যান্ডসের লিউয়ারডেনে জন্ম নেন। আসল নাম মার্গারেটা গ্রিইৎজ জেলে। একজন ওলন্দাজ নর্তকী। মাতা হারি কথাটা আসলে এসেছে ইন্দোনেশিয়ান ভাষা থেকে যারা অর্থ ‘দিনের চোখ’ বা সূর্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ফ্রান্সের একটি সামরিক আদালত তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। ফায়ারিং স্কোয়াডে তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। জনশ্রুতি, ফায়ারিং স্কোয়াডে মাতা হারিকে বেঁধে রাখা হয়নি। এমনকী তিনি চোখ বাঁধতেও রাজি হননি। মৃত্যুর আগে তিনি ফায়ারিং স্কোয়াডের সৈন্যদের দিকে উড়ন্ত চুম্বন ছুঁড়ে দেন। মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পর কেউ তাঁর দেহ নিতে আসেনি। কাজেই দেহটা দিয়ে দেওয়া হল প্যারিসের মেডিক্যাল স্কুলে— যাতে সেটা ছাত্রদের কাটাছেঁড়ার প্রশিক্ষণে ব্যবহার করা যায়। তাঁর মাথাটা অ্যানাটমি মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। তবে বর্তমানে সেটি নিখোঁজ।

পার্টির কর্মসূচি

ডোমজুড়ে হাওড়া জেলা পরিষদের জেলা সংসদে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনাদানে উপস্থিত বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, সীতানাথ ঘোষ, ডাঃ নির্মল মাজি, জেলাশাসক ডাঃ পি দীপা প্রিয়া, জেলা সভাধিপতি কাবেরী দাস, সহ-সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য প্রমুখ।

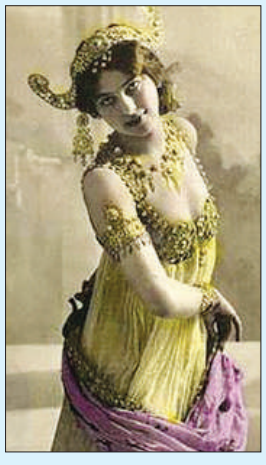

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৬৬

পাশাপাশি : ২. বিক্রয়পত্র ৪. কুঁড়েঘর, কুটির ৬. কৃষক ৭. কথা সাজানো ৮. মনুষ্য, নর ১০. যে বা যা অতিক্রম করে বা করেছে ১২. অন্তঃসংজ্ঞাবিশিষ্ট ১৩. যূপকাষ্ঠ, হাড়িকাঠ ১৪. আকস্মিক ব্যাপার ১৬. দাঁত।

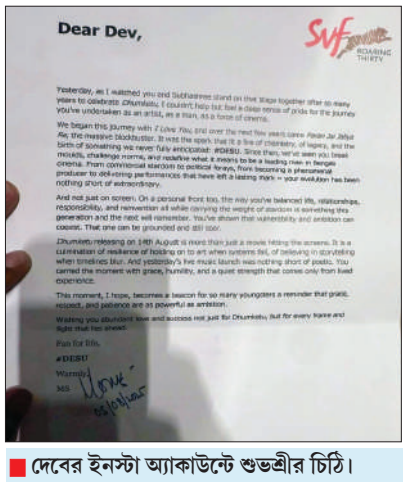

উপর-নিচ : ১. ঘণ্ট, নানাবিধ সবজির বিবিধ ব্যঞ্জন ২. প্রতিবাদ স্বরূপ কাজ বন্ধ ৩. লোভী ৪. মুসলমান পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ ৫. উদ্ধত প্রত্যুত্তর, চোপা ৯. অচেতন ১০. পাপহীন, নিষ্পাপ ১১. অলংকার ১২. অভিন্নতা, ঐক্য ১৫. ক্রোধ বা আস্ফালন।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৬৫ : পাশাপাশি : ১. ছোটোনজর ৪. আজাড় ৫. চতুরঙ্গ ৬. পরগনা ৮. পূর্বাহ্ন ৯. কর্ণসুবর্ণ। **উপর-নিচ :** ১. ছোড়ভঙ্গ ২. নগদি ৩. রণোন্মাদনা ৫. চর্মচিত্রক ৬. পরিপূর্ণ ৭. গতাসু।

৬ অগাস্ট কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০০৫৫০
গয়না সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০১০৫০
হলমার্ক গয়না সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৬০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১১৪০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১১৪১৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৮.৬২	৮৭.৩৯
ইউরো	১০২.৫৩	১০০.৯০
পাউন্ড	১১৮.১১	১১৬.২৩

নজরকাড়া ইনস্টা

Dear Dev,

SVF ROARING THIRTY

Yesterday, as I watched you and Subhashree stand on that stage together after so many years to celebrate Dhumketu, I couldn't help but feel a deep sense of pride for the journey you've undertaken as an artist, as a man, as a force of cinema.

We began this journey with I Love You, and over the next few years came Paran Jai Jaliya Re, the massive blockbuster. It was the spark that lit a fire of chemistry, of legacy, and the birth of something we never fully anticipated: #DESU. Since then, we've seen you break moulds, challenge norms, and redefine what it means to be a leading man in Bengali cinema. From commercial stardom to political forays, from becoming a phenomenal producer to delivering performances that have left a lasting mark — your evolution has been nothing short of extraordinary.

And not just on screen. On a personal front too, the way you've balanced life, relationships, responsibility, and reinvention all while carrying the weight of stardom is something this generation and the next will remember. You've shown that vulnerability and ambition can coexist. That one can be grounded and still soar.

Dhumketu releasing on 14th August is more than just a movie hitting the screens. It is a culmination of resilience of holding on to art when systems fail, of believing in storytelling when timelines blur. And yesterday's live music launch was nothing short of poetic. You carried the moment with grace, humility, and a quiet strength that comes only from lived experience.

This moment, I hope, becomes a beacon for so many youngsters a reminder that grace, respect, and patience are as powerful as ambition.

Wishing you abundant love and success not just for Dhumketu, but for every frame and fight that lies ahead.

Fan for life,
#DESU
Warmly,
MS
05/08/2025

■ দেবের ইনস্টা অ্যাকাউন্টে শুভশ্রীর চিঠি।

Dear Subhashree,

SVF ROARING THIRTY

I watched you yesterday — radiant, composed, and gracious as ever, standing beside Dev to bring Dhumketu to life after 10 long years. What a moment. What a full-circle embrace of everything you've been, survived, and grown into.

From that early firecracker girl we saw light up the screen in Paran Jai Jaliya Re, to the dignified woman, mother, actor, and voice of strength that you are today. Your journey has been remarkable. And not just for the milestones, but for the manner in which you've walked through them with your head high, heart open, and spine straight.

The way you both handled the interview and the event yesterday reminded me why we do what we do! Why cinema isn't just about hits and headlines, but about people, pain, passion, and perseverance. You reminded us that real grace isn't in avoiding storms, but in standing tall once they pass.

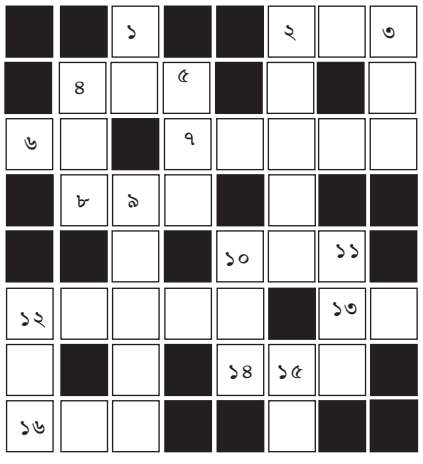

You've created a life, a legacy, a voice — one that so many young women will look up to. And in doing so, you've given the industry something rare — closure, collaboration, and courage.

May Dhumketu shine bright and find its place in history. And may your personal and professional journey continue to soar.

Fan for life,
#DESU
Warmly,
MS
05/08/2025

■ শুভশ্রীর ইনস্টা অ্যাকাউন্টে দেবের চিঠি।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও’ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY

Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ঝাড়গ্রামে ভাষা-মিছিলে মুখ্যমন্ত্রী ■ পাঁচমাথার মোড়ে জনসভা

বাংলা ভাষার সম্মানে গান লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : বাংলার যেকোনও উৎসব বা বিশেষ দিন উপলক্ষে গান লেখেন, সুর দেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার ভাষা আন্দোলন নিয়েও গান লিখে সুর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। গানটি গেয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা সঙ্গীতশিল্পী ইন্দ্রনীল সেন। বুধবার ঝাড়গ্রামে ভাষা আন্দোলনের মিছিল থেকে 'আমার ভূমি ঐক্যবদ্ধ, বঙ্গভূমি'— এই গান বাজানো শুরু হল। বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষার্থে এই গান লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায় ও সুরে এই গানটি গেয়েছেন ইন্দ্রনীল সেন। গানের কথায় উঠে এসেছে বাংলার সংস্কৃতির কথা। মুখ্যমন্ত্রীর গানের মাধ্যমে বাংলাকে অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অঙ্গীকার ফুটে উঠেছে।

'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' ক্যাম্পে মুখ্যমন্ত্রী

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : মুখ্যমন্ত্রীর যাত্রাপথে মেদিনীপুর শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচি। মুখ্যমন্ত্রী আসতে পারেন ক্যাম্প পরিদর্শনে, এ কথা মাথায় রেখে বুধবার সকাল থেকেই জোরকদমে চলছিল প্রস্তুতি। সকালেই পৌঁছে যান পুরপ্রধান-সহ মেদিনীপুর পুরসভার একাধিক কাউন্সিলর। কনভয় নিয়ে যাওয়ার পথে মুখ্যমন্ত্রী মিনিট কয়েকের জন্য গাড়ি থেকে নামেন সেখানে। পুরপ্রধানের কাছ থেকে খবর নিয়েই গাড়িতে উঠে রওনা দেন ঝাড়গ্রামের উদ্দেশে। বেরোনোর সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রচুর মানুষের ভিড়, তাই ঢুকলাম না। মুখ্যমন্ত্রী চলে যাওয়ার পর পুরপ্রধান সৌমেন খান জানান, 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচি ভাল করে করার কথা জানিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে, খড়্গপুরের তৃণমূল নেতা দেবাশিস চৌধুরির সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। খড়্গপুরের সব নেতাকে নিয়ে একসঙ্গে কাজ করার বার্তা দেন দলনেত্রী। মুখ্যমন্ত্রীকে খড়্গপুর আসার আহ্বান জানান দেবাশিস।

আজ ঝাড়গ্রামে একগুচ্ছ কর্মসূচি

প্রতিবেদন : আজ, ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার বিশ্ব আদিবাসী দিবসের সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যা চলবে চারদিন ধরে। এছাড়াও সেখানেই রয়েছে প্রশাসনিক জনসভা। আজ জেলার একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন। দীর্ঘদিন পর ঝাড়গ্রামে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সকলেই মুখিয়ে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শোনার জন্য।

জোটের বৈঠকে অভিষেক

প্রতিবেদন : আজ, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক। নয়াদিল্লিতে এই বৈঠকে থাকবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআর নিয়ে ১১ অগাস্ট নির্বাচন কমিশন ঘেরাও কর্মসূচি রয়েছে বিরোধীদের। সে নিয়েই স্ট্র্যাটেজি বৈঠক হবে দিল্লিতে। বৈঠকে থাকবে কংগ্রেস, আরজেডি, ডিএমকে, সমাজবাদী পার্টি, এনসিপি, শিবসেনা (উদ্ধব)। পাশাপাশি আগামী কাল ফের বাংলা নিয়ে মুলতবি প্রস্তাব আনতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সূত্রের খবর, তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেসও বাংলা নিয়ে মুলতবি প্রস্তাব দেবে। নিঃসন্দেহে বাংলা ভাষা এবং বাঙালিদের উপর বিজেপি রাজ্যে অত্যাচারের পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ।

সম্পাদকীয়

7 August, 2025 • Thursday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ন্যায্য ভোটার

ঝাড়গ্রামে জনস্রোত থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, একজন ন্যায্য ভোটারকেও বাদ দেওয়ার সাহস যেন না দেখায় কমিশন। এটা দিল্লি বা হরিয়ানা কিংবা মহারাষ্ট্র ভাবলে বিজেপি ভুল করবে। কিছু অফিসারকে সাসপেন্ড করেছে কমিশন। সাসপেশনটা আসলে কোনও কাজে ভুলের জন্য নয়, এটা আসলে অফিসারদের চাপে রাখার জন্য। একটা অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের যথার্থতা না দেখেই অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কমিশন। খুব স্বাভাবিকভাবেই সেই কারণে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, একজনকেও শাস্তি দেওয়া হবে না, এফআইআরও করা হবে না। অমিত শাহের অঙ্গুলিহেলনে চলা কমিশনকে এতটুকু রেয়াত নয়। এর পাশাপাশি এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ডব্লুবিসিএস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন মুখ্যসচিবের কাছে চিঠি দিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছে। অফিসারদের বক্তব্য, যেভাবে কর্মীদের সাসপেন্ড করা হয়েছে তা অগণতান্ত্রিক এবং সুস্থতার পরিপন্থী। এভাবে কোনও কারণ দর্শানোর সুযোগ না দিয়ে কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে কর্মীদের কোমর ভেঙে যেতে বাধ্য। ফলে কেউই নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে না। এই পরিস্থিতির মাঝে বিজেপি একটি মিথ্যাচারের রাজনীতি সমানে গোয়েবেলসীয় কায়দায় বাজিয়ে যাচ্ছে। তাদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী নাকি বলেছেন একটি নামও কাটতে দেব না। এদের সঙ্গে সমানে ফাটা রেকর্ড বাজিয়ে যাচ্ছে কয়েকটি সংবাদমাধ্যমও। কিন্তু এই মিথ্যাচার করে আর যা-ই হোক বাংলা ও বাঙালির মন ছুঁতে পারবে না বিজেপি। যাদের কর্মীদের লাশের উপরে দাঁড়িয়ে এপিক কার্ড চালু হয়েছিল, তারা ন্যায্য ভোটারদের পাশে আছে। থাকবে।

e-mail থেকে চিঠি

বাংলার প্রতি বঞ্চনা অব্যাহত

এবার জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের (NHM) টাকা ফের বন্ধ করল কেন্দ্র। কেন্দ্রের তরফে দেওয়া নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করার পরেও এখনও টাকা দেয়নি রাজ্যকে মোদি সরকার। অস্যার্থ একটাই, মোদি জমানায় ফের কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা বন্ধ! চলতি বছরে প্রথম তিন মাসের টাকা কেন্দ্রের তরফে লিখিতভাবে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু সেই দেওয়া হল না রাজ্যকে। প্রায় ৩০০ কোটি টাকা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল কেন্দ্রের তরফে। তা নিয়ে কেন্দ্রের স্বাস্থ্য মন্ত্রককে চিঠি রাজ্যের। সেই চিঠি দেওয়ার পরেও কোনও উত্তর নেই কেন্দ্রের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের। গত আর্থিক বর্ষে শেষ তিন মাসের টাকা এই প্রকল্পে কেন্দ্র দিয়েছিল রাজ্যকে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে আশা কর্মীদের টাকা, গর্ভবতী মায়েদের জন্য অ্যাম্বুল্যান্স, স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামোগত মান উন্নয়ন-সহ একাধিক কাজ করা হয়। এবার সেই টাকা বন্ধ করে দিল তারা। কোন অধিকারে? বলতে পারে ওই গেরুয়া পার্টি? সে সাহস আছে ওদের? এই কর্মসূচিতে কেন্দ্র দেয় ৬০ শতাংশ, রাজ্য দেয় ৪০ শতাংশ টাকা। কেন্দ্রের তরফে টাকা না পাওয়ায় এবার রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর এই কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার জন্য ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছে। এই প্রকল্পে মোট খরচ হয় প্রতি বছর প্রায় ২০০০ কোটি টাকা। কেন্দ্রের তরফে বলা হয়েছিল, এই টাকা পেতে হলে রাজ্যকে লোগো ব্যবহার করতে হবে। রাজ্য তাতেও রাজি ছিল। লোগো ব্যবহারে সম্মতি দিয়েছিল। ফলে গত আর্থিক বর্ষে শেষ তিন মাসের টাকা দিয়েছিল কেন্দ্র। কিন্তু চলতি আর্থিক বর্ষের টাকা পেল না রাজ্য। এদের লজ্জা করে না! কোন আইনের বলে এই কাজ করল মোদি পক্ষ? জবাব দিক। নইলে যেন বাংলায় আর না ঢোকে। ভোট চাইতে না আসে।

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ নতুন নয়। এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটেও বাংলার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা সেভাবে পূরণ হয়নি। আমরা কাউকে টাকা দিতে বারণ করছি না। কিন্তু বাংলার মানুষের এটা জেনে রাখা দরকার কেন্দ্র আমাদের রাজ্য থেকে করের টাকা তুলে নিয়ে গেলেও বাংলাকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করছে। একশো দিনের টাকা, আবাসের টাকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন খাতে বাংলার প্রাপ্য কয়েক লক্ষ কোটি টাকা। বাংলার মানুষ এটা জেনে রাখবেন কেন্দ্র ডবল ইঞ্জিন সরকারকে টাকা দিলেও পশ্চিমবঙ্গের প্রতি দায়িত্ব পালন করছে না।

—শিবাজি চট্টোপাধ্যায়, সিমলা রোড, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

রোহিঙ্গাইটিসে আক্রান্ত সেরে উঠুন তাড়াতাড়ি

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা, গদ্দার কুলের পোদ্দার, বাংলার জয়গান শুনলেই অগ্নিশর্মা হয়ে উঠছেন। আবোল তাবোল আওড়ানোতে ডক্টরেট করে ফেলেছেন বলেও শোনা যাচ্ছে। কেন এমন হল শিশিরবাবুর (থুড়ি, মোদির) ছেলেটার? তাঁর এই রোগের কারণ অনুসন্ধান ও পরিণতি বিশ্লেষণ করলেন **পার্থসারথি গুহ**

কোভিড-১৯-য়ের স্মৃতি এখনও যথেষ্ট টাটকা জনমানসে। বিশ্বব্যাপী এমন অতিমারির আগমন তো আর সবসময় হয় না। ফলে ওই সময়টা (বলা ভাল দুঃসময়) ভোলা অসম্ভব। তবে এই মুহূর্তে বাংলা জুড়ে ফের আরও এক ভাইরাস মাথাচাড়া দিয়েছে। যথারীতি নামকরণ নিয়েও হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে। কেউ কেউ বলছেন বাংলাতঙ্ক হয়েছে গদ্দার অধিকারীর। আবার কেউ-বা ইংরেজিতে কেতাবি ঢঙে বলছেন, তিনবাটির রোহিঙ্গাইটিস হয়েছে। উল্লেখ্য, কোলাইটিস, মেনিনজাইটিস ইত্যাদি রোগ থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে এমনতর নাম দেওয়া।

বলবে নাই বা কেন? কোনও মানুষ যদি নিজের রাজ্যের, মাতৃভূমির জয়ধ্বনি শুনে খেপে যায়, তেড়ে আসে তবে তাকে পাগলামি ছাড়া আর কীইবা বলা হতে পারে! তবে গদ্দার অধিকারী কিন্তু আর পাঁচটা পাগলের মতো নয়। রীতিমতো সেয়ানা পাগল। লোকে বলে শান্তিকুঞ্জে টিম গদ্দারের এমন কেউ নেই যে ভরপুর গুছিয়ে নেয়নি। একাধিক পেট্রোল পাম্প থেকে অগণিত ট্রলার-সহ হরেক রকম ব্যবসার মালিক এই অধিকারী পরিবার। যার মধ্যে প্রভূত অসাধু কারবারও রয়েছে। তার ওপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রাজ্যের মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক— সব কিছু পেয়েছে এই নিমকহারাম পরিবারটি। তারপরেও বেইমানি করছে। একেই হয়তো বলে গদ্দারের রক্ত। তুমি তাকে যতই সম্মান দাও না কেন, সুযোগ পেলে সবার আগে তোমাকেই আঘাত করবে। ডিএনতেই গন্ডগোল। সেজন্যই পুরশুড়ার মইদুল জয় বাংলা স্লোগান দেওয়ার পর তাঁর দিকে তেড়ে গিয়ে ভাড়াটে বাহিনী দিয়ে মার খাওয়ায় এই পাষণ্ড বকধার্মিক। রোহিঙ্গার বাচ্চা বলে গালিগালাজ করে।

মইদুল হলেন বাংলার সরলসিধা সেই মানুষটি যিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রথমদিন থেকে দলের ঝান্ডা কাঁধে তুলে নিয়েছেন। নেত্রীর হয়ে লড়াই করতে গিয়ে সিপিএমের চরম অত্যাচার সহ্য করেছেন। আর হ্যাঁ, অধুনা বিরোধী দলনেতার মতো ঝোপ বুঝে কোপ মেরে তৃণমূলে আসেননি। বিন্দুমাত্র সুযোগসুবিধাও নেননি। এহেন দিন-আনি-দিন-খাই পরিবারের মইদুল সরল ভাষায় জয় বাংলা বলেছিলেন একদা তাঁর নেতাকে দেখে। হয়তো কয়েক মুহূর্তের জন্য ফ্ল্যাশব্যাকে তৃণমূল নেতা ভেবে বসেছিলেন শুভেন্দুকে। ভাবতেও পারেননি একটা লোক এমন আমূল পাল্টে যেতে পারে। অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ বোধহয় একেই বলে। এই তো বছর কয়েক আগেও ঈদ, বকরিদ উপলক্ষে সংখ্যালঘু পরিবারে দাওয়াতে আপত্তি করতেন না। খেয়ে আসতেন আজকের গদ্দার। সঙ্গ দোষে সেই মানুষটা কি না জয় বাংলা শুনে খেপে যাচ্ছে! সব পাড়াতেই এমন কিছু মানুষ আছেন, কিছু বিশেষ কথা শুনলেই খেপে যান।

আমাদের পাড়াতে এক বয়স্ক ব্যক্তি বলহরি

■ 'জয় বাংলা' স্লোগান শুনে বাংলা-বিরোধী বিজেপির গুন্ডাগিরি।

শুনলে বেজায় খেপে যেতেন। লাঠি নিয়ে তাড়া করতেন আর গালিগালাজ করতেন। আর ছেলেছোকরাগুলোও তো কম যায় না। মানুষটি রেগে যাচ্ছেন দেখে তাঁকে আরও খ্যাপাত। বিষয়টা এড়িয়ে গেলে কোনও সমস্যাই থাকে না। কিন্তু, বলহরি দাদুর মতো মানুষ রেগে গিয়ে রি-অ্যাক্ট করেন। আর তাতেই ছেলেপুলেরা দ্বিগুণ উৎসাহে লেগে পড়ে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল এক বয়স্ক ভদ্রমহিলা আছেন ৬৩ বললে খেপে যান। সেই থেকে ওনার নাম হয়ে গিয়েছে ৬৩ বুড়ি। কিন্তু নিজের রাজ্যের সুনাম শুনে কেউ যদি রেগে যায় তাহলে তাঁর মানসিক সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। কেউ যদি তাঁকে রোহিঙ্গা অধিকারী ডেকে বসে তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

গদ্দারের পাগলামি আরও প্রকট হয়েছে হঠাৎ 'খায় না মাথায় মাখে' এমন এক রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে নাচনকোঁদন করায়। বলাবাহুল্য, রাষ্ট্রপুঞ্জর তথ্য অনুযায়ী সারা বিশ্বে রোহিঙ্গা জনসংখ্যা ১৫-২০ লাখের মধ্যে। অথচ শুভেন্দু অধিকারী হঠাৎ করে বলতে শুরু করেছেন আমাদের রাজ্যে নাকি দেড় কোটি রোহিঙ্গা আছে। এসব কথা শুনলে স্পষ্ট বোঝা যায় কতটা গর্দভ, অশিক্ষিত, আহাম্মক এই গদ্দার অধিকারী। আসল কথা হল নিজের ছায়াকেও ভয় পাচ্ছেন শুভেন্দু। কার্যত সেই পাগলামির বহিঃপ্রকাশ ঘটছে সব কিছুতে রোহিঙ্গা দেখায়। সুদূর বার্মার রোহিঙ্গাদের নিয়ে শুভেন্দুর এই টানাটানি দেখলে হয়তো নতুন করে কোনও লেখায় হাত দিতেন শরৎবাবু। বলাবাহুল্য, ভাঁড়ের চরিত্র আলোকিত করতেন শুভেন্দু। বাগাড়ম্বর বহুরূপী নাম হত হয়ত সেই চরিত্রের।

স্বপনকুমারের লেখা পড়ে আমাদের অনেকেরই ছোটবেলা অতিবাহিত হয়েছে। তাঁর গল্পের হিরো গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জি এক হাতে উদ্যত পিস্তল আর এক হাতে জ্বলন্ত টর্চ নিয়ে পাইপ বেয়ে ধাওয়া করতেন বাজপাখি, কালনাগিনী, ড্রাগনদের। ধরুন কলকাতা থেকে ধাওয়া শুরু হল পরক্ষণেই দেখা যেত রেঙ্গুন পৌঁছে গিয়েছে বাজপাখি, কালনাগিনীরা। পিছনে পিছনে দীপক চ্যাটার্জি! তার মানে সাহিত্যিক স্বপন কুমার হয়তো তাঁর গল্পে বাজপাখিদেরই রোহিঙ্গা বলতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ গল্পের গরু গাছে ওঠার মতো অবস্থা এখন শুভেন্দুর। যেখানে পারছেন, যাঁকে পারছেন রোহিঙ্গা বলে দিচ্ছেন। মইদুল দীর্ঘদিন এ রাজ্যের অধিবাসী। শুভেন্দুর চেয়ে তাঁর বাঙালিয়ানা অনেক বেশি। ফলে গদ্দারের গাঁজাখুরি দেখে তিনি ভোলেননি। সাফ জয় বাংলা বলে প্রতিটা বাঙালির হৃদয় জয় করেছেন। মইদুলকে শুধু রোহিঙ্গা বলে ক্ষান্ত হননি বাংলার ইতিহাসের অপদার্থতম বিরোধী দলনেতা। এই মুহূর্তে বঙ্গ বিজেপির জয় মা দুর্গা, জয় মা কালী লাইনের বিরুদ্ধে গিয়ে ফের গোবলয়ের জয় শ্রীরাম বলেছেন। উনি হয়তো ভুলে গিয়েছেন দুর্গাপুরে এসে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জয় মা দুর্গা, জয় মা কালী বলেছেন। যাঁর অব্যবহিত পরেই তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, রাজ্যে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের পর ওনারা জয় বাংলাও বলবেন। আর কী আশ্চর্য!

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যের মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার গলায় জয় বাংলা শোনা গিয়েছে। অথচ শুভেন্দু থেকে গিয়েছেন বহিরাগতসম চিন্তা ভাবনাতেই, চিন্তাগত দীনতা ঘোচেনি। জয় বাংলা শুনলে ওর শরীর কেঁপে উঠছে,বুক ধড়ফড় করছে, পালস রেট তুঙ্গে উঠছে। আরও অনেক কিছু ঘটছে শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যা সভ্য সমাজে লেখা যায় না।

অথচ দেশ জুড়ে প্রধানত বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে যেভাবে আপামর বাঙালির ওপর অকথ্য নির্যাতন চলছে, চরম অত্যাচার হচ্ছে, খুন করা হচ্ছে শুধুমাত্র বাংলা বলার অপরাধে সেখানে এই বাংলাদ্রোহীদের বুট পালিশ করে গদ্দার নিজেকে এ যুগের বিভীষণ, মিরজাফর, লর্ড কার্জন প্রতিপন্ন করতে ব্যস্ত। ইংরেজ যেভাবে এদেশে বাঙালি বিপ্লবীদের ওপর দমনপীড়ন চালাত, কেন্দ্রের বাঙালি-বিদ্বেষী বিজেপি সরকার ঠিক সেইভাবে বাঙালির ওপর ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস নামিয়ে এনেছে। তাদের তল্পিবাহক হয়ে শুভেন্দুরা বাঙালির কাছে চির কলঙ্কিত হয়ে থাকবেন। ইতিহাস কোনওদিন ক্ষমা করবে না এই দুর্বিনীত, বিকৃত মস্তিষ্কের গদ্দারকে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ঝাড়গ্রামে ভাষা-মিছিলে মুখ্যমন্ত্রী • পাঁচমাথার মোড়ে জনসভা

একহাতে বিরসা, অন্যহাতে রবীন্দ্রনাথ
জনজোয়ারে প্রতিবাদ মুখ্যমন্ত্রীর

দেবব্রত বাগ • ঝাড়গ্রাম

এক হাতে রবি ঠাকুর, আর এক হাতে বীরসা মুন্ডার ছবি। একলব্য মোড় থেকে তিন কিলোমিটার রাস্তা জুড়ে ভাষা মিছিলে হাঁটলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্ণাঢ্য মিছিল। জনস্রোতে উপচে পড়েছে আদিবাসী মানুষ। যত এগিয়েছে মিছিল, স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানে বেড়েছে মানুষের ঢল। পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের সবার হাতে বাংলার মনীষীদের ছবি। ভাষাসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এক সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক প্রতিবাদ।

মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, ইন্দ্রনীল সেন, ডাঃ মানস ভূঁইয়া, বীরবাহা হাঁসদা, শ্রীকান্ত মাহাত, সাংসদ কালীপদ সোরেন, প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ উমা সোরেন, বিধায়ক দুলাল মুর্মু, দেবনাথ হাঁসদা, অজিত মাইতি, সুজয় হাজরা, ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাতো, জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি ছাড়াও ছিলেন মঠের সন্ন্যাসী-সহ নানা ধর্মের মানুষের উপস্থিতি। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে থাকা হাজার হাজার মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন, তাঁর প্রতি সমর্থন জানান। জনসংযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। রাস্তার ধারে মনীষীদের ছবিতে মালা দেন। জয় বাংলা স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে ঝাড়গ্রাম শহর। প্রাণবন্ত ভাষা-আন্দোলন শুধু প্রতিবাদ নয়, হয়ে উঠল বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও বাঙালিয়ানার গর্বিত উচ্চারণ।

মিছিল শেষে রং-তুলিতে মুখ্যমন্ত্রী। ছবি এঁকে লিখলেন— ঝাড়গ্রাম'স রিদিম ইন কালার- মাটির গন্ধে ভেজা, হৃদয়ে স্বাধীন।

পাল্টা চ্যালেঞ্জ মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : অন্যের গুলির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছি। মাথা থেকে পা পর্যন্ত মেরে ফাটিয়ে দিয়েছে। আমাকে চ্যালেঞ্জ করলে জাস্ট পিঁপড়ের মতো ওড়াব। ঝাড়গ্রামের সভা থেকে বিজেপির মালপোয়া নেতাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, মালপোয়া বলেছে ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে আমাকে গ্রেফতার করা উচিত। কারণ আমি বাংলায় কথা বলেছি। তাহলে বুকের পাটা থাকলে বলো আমাকে কখন গ্রেফতার করবে, কখন গুলি করবে? আমি বলছি ওসব ভয় দেখাবেন না। পিঁপড়ের মতো উড়িয়ে দেব।

নেত্রী বলেন, একদিন জঙ্গলমহলের মানুষদের পিঁপড়ে খাওয়াতে। তখন কোনও খবর নাওনি। ১৯৯২ সালে স্বামীজির জন্মদিন আমি বেল পাহাড়িতে গিয়েছিলাম। তখন সেখানকার মানুষকে দেখেছিলাম ওখানকার আদিবাসীদের ঘরে মাটির চুলায় রান্না হচ্ছে। ওদের জিজ্ঞেস করলাম এটা কী। ওরা জানিয়েছিল, ৯ মাস চাল পায় না। তাই পিঁপড়ের ডিম আর গাছের শিকড় সেদ্ধ করে খায়। এটা আমি আমার প্রথম বইতে লিখেছিলাম। সে কারণে আমরা ক্ষমতায় এসেই খাদ্যসাথী করে দিয়েছি।

সাসপেন্ডও মানব না

(প্রথম পাতার পর) এনআরসি করতে দেব না। রক্ত দেব, কিন্তু বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়ব না।

সবাই নাম তুলুন : মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এসআইআরে বলেছে বাবা-মায়ের বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে। যারা বলছে তাদের বার্থ সার্টিফিকেট আছে তো? অমিত শাহ, আগে বার্থ সার্টিফিকেট দেখান! এরপর জনতার উদ্দেশে তিনি বলেন, ভোটার লিস্টে যদি আপনার নাম না থাকে তাহলে আপনাকে বের করে দেবে। তাই ভোটার লিস্টে যেন কারও নাম বাদ না যায়। সবাই নাম তুলুন।

অসমকে নিশানা : এদিন অসম সরকারকে আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অসম থেকে বাংলায় এনআরসি নোটিশ পাঠাচ্ছে। এটা ক্রিমিনাল অফেন্স। এভাবে নোটিশ পাঠাতে পারে না। বলছে নতুন করে নাম তুলতে হবে। এটা ওদের এনআরসি করার চক্রান্ত।

এপিক কেন : এপিক কার্ড করার জন্য কত মানুষ প্রাণ দিয়েছে! এখন বলছে সেই এপিক কার্ড কোনও কাজে লাগবে না। এর জবাব বিজেপিকে দিতে হবে। হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে আধার কার্ড, রেশন কার্ড করালেন কেন, যদি কাজেই লাগবে না!

শেষ দেখে ছাড়ব : মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভাল করে লিস্টে নাম দেখবেন। নমিনেশন ফাইলের দিন পর্যন্ত এরা নাম চেঞ্জ করে। নির্বাচন কমিশন অমিত শাহের হাতের পুতুল। নির্বাচন কমিশনে এখন যিনি আছে, তিনি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ছিলেন। তাঁর এত বড় ক্ষমতা যে, বাংলাকে চোখ রাঙান। আমরা বলি চোখ রাঙানো ভাল, তার আগে নিজের পেছন দিকটা তাকিয়ে দেখুন। আমরা যখন ধরব, তার শেষ দেখে ছাড়ব।

এনআরসি মানব না : আমরা পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, বকলমে এনআরসি মানব না। মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না। ভাষার উপর অত্যাচার চলবে না। মনে রাখবেন, টাকা দিয়ে সব হয় না। টাকা দিয়ে তুমি আমার নাম কাটবে, অধিকার কাড়বে, এসব হবে না। আমাদের শপথ এনআরসি করতে দিচ্ছি না, দেব না।

কোথাও যাবেন না : এরপর মুখ্যমন্ত্রীর অভয়বাণী, নোটিশ পাঠালে কেউ কোথাও যাবেন না। বাংলায় থাকুন, শান্তিতে থাকুন স্বস্তিতে থাকুন। আমি যদি নিজে মনে না করি, আমাকে কেউ সরাতে পারবে না। আপনাদের লোকেরাও আমাকে ভোট দেবে আশ্রয়ের জন্য।

আমাকে ঘাঁটাবেন না : আমাদের অফিসারদের ভয় দেখাবেন না। মনে রাখবেন আমাদের অফিসারদের রক্ষা করার ক্ষমতা আমাদের আছে। যে সব থেকে বড় চোর-ডাকাত, সেই কিনা রেকমেন্ড করছে, যার বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা ধরা পড়েছিল। বেশি কথা বলবেন না। আমি জানি কার কী ক্ষমতা, আমাকে ঘাঁটাবেন না। আমি ইতিহাস বের করে দেব। নিজের দায়িত্ব পালন করুন। কোটি কোটি টাকা কেড়ে নিয়ে কী করেছিলেন, সব মনে আছে।

স্তব্ধ করে দেবে : মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এনআরসির ভয়ে মানুষকে আত্মহত্যা করতে হবে। এই জিনিস চলতে পারে না। এর দায় কে নেবে? মনে রাখবেন, আমাকে জব্দ করতে এলে বাংলার মানুষ স্তব্ধ করে দেবে। আমাকে রোখা খুব মুশকিল। আমার সঙ্গে লাগতে এলে আমি টর্নেডো হয়ে যাই। জ্যান্ত বাঘের থেকে আহত বাঘ বেশি ভয়ঙ্কর। আমাদের ব্যথিত করার চেষ্টা করবেন না, প্রত্যাঘাতের জন্য তৈরি থাকুন।

ধিক্কার-মিছিল

(প্রথম পাতার পর) যাঁরা বাইরে আছেন, তাঁরা ফিরে আসুন। আপনাদের ফেরানোর দায়িত্ব আমাদের। আমরা আধখানা রুটি পেলে আপনারাও আধখানা পাবেন। ডবল ইঞ্জিন সরকারের কাছে মাথা নত করবেন না। আজকে যেভাবে অত্যাচার চলছে, স্বামী বিবেকানন্দ বেঁচে থাকলে বলতেন এই দেশ আমি চাইনি।

বিজেপিকে একহাত নিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় তোমরা কোথায় ছিলে? তখন তো তোমাদের জন্মই হয়নি। তুমি আজকে ক্ষমতায় আছো, কালকে থাকবে না। তখন কোথায় পালাবে! আমি গুজরাতিদের সম্মান করি, কিন্তু অপদার্থদের সম্মান করি না। যারা গুজরাতে বসে বাংলার মানুষের ভাত মারে তাদের সম্মান করি না। মনে রাখবেন চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ হয় না। আগে নিজেরা মানুষ তৈরি হন তারপরে মানুষের কথা বলবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গুজরাতের লোকেদের কোমরে শেকল বেঁধে ট্রাম্প নিয়ে আসে, লজ্জা করে না তখন! বাংলা কি ভারতের বাইরে? আজ আমাদের বাংলায় যে দেড় কোটি শ্রমিক কাজ করে এখানে তাদের তো আমরা বাইরের লোক বলে ভাবি না। তাহলে বিজেপি-রাজ্যগুলি বাংলাকে বাংলার শ্রমিকদের বাইরের লোক বলে মনে করছেন কেন? কেন বাংলার প্রতি আপনাদের এত বিদ্বেষ? আমরা এই দেশটাকে চিনি না, যে দেশটাকে চিনি সেটা হল, ঐক্যবদ্ধ ভারত। আমরা যে বাংলাকে চিনি, যে বাংলার মাটি-জল এক হওয়ার বার্তা দেয়। মনে রাখবেন, রোটি-কাপড়া-মাকান, এটাই আমাদের হিন্দুস্থান।

সাতসকালে চাঁদনিচক মেট্রো স্টেশনের সামনে উদ্ধার এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির দেহ। মৃতদেহ ঘিরে উত্তেজনা। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, অসুস্থতার কারণেই মৃত্যু। তদন্তে পুলিশ

নজিরবিহীন উদ্যোগ রাজ্য প্রশাসনের

আরও সহজ ও দুর্নীতিমুক্ত নাগরিক পরিষেবার লক্ষ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

প্রতিবেদন : সরকারি পরিষেবা ও প্রশাসনিক কাজকর্ম আরও দ্রুত, স্বচ্ছ ও ফলপ্রসূ করে তুলতে বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত রাজ্যের। দুয়ারে সরকার বা পাড়ায় সমাধানে জমা পড়া আবেদন খতিয়ে দেখা থেকে বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি মানুষের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দিতে এবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইকে কাজে লাগাবে অর্থ দফতর। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দক্ষ সংস্থাগুলিকে নিয়োগ করে নতুন মডেল তৈরি করা হবে। জমির মূল্য নির্ধারণ, পুরনো নথিপত্র ডিজিটাইজেশন, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উপভোক্তা চিহ্নিতকরণ ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া আরও উন্নত করতে ব্যবহার করা হবে। অর্থ দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এই নতুন প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থাটি চলতি বছরের মধ্যেই কার্যকর হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

রাজ্যের অর্থ দফতরের উদ্যোগে শুরু হয়েছে এই উচ্চাভিলাষী এআইভিত্তিক প্রকল্প, যেখানে চারটি প্রধান ক্ষেত্রে পরিষেবার গুণগত মান বাড়াতে প্রযুক্তির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হবে। ইতিমধ্যেই একাধিক বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এই খাতে উদ্ভাবনী সমাধান আনার জন্য। লক্ষ্য একটাই, নাগরিক পরিষেবাকে আরও সহজ ও দুর্নীতিমুক্ত করে তোলা। প্রকল্পগুলির মধ্যে অন্যতম হল 'ইউনিফায়েড সোশ্যাল রেজিস্ট্রি'। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মেশিন লার্নিং-এর মাধ্যমে প্রকৃত উপভোক্তাদের চিহ্নিতকরণ, ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার এবং একাধিক সামাজিক কল্যাণ প্রকল্পের কার্যকর ব্যবস্থাপনা সম্ভব হবে এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার 'দুয়ারে সরকার' শিবির চালু করেছে। শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচি, যা চলবে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, রাজ্যের প্রতিটি নাগরিক যেন একাধিক পরিষেবা একত্রে পেতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই বুথ স্তরের এই শিবিরে আবেদন জমা দেওয়ার সুযোগ থাকছে। এই শিবিরগুলির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যই পরবর্তীতে 'ইউনিফায়েড সোশ্যাল রেজিস্ট্রি' গঠনের ভিত্তি হবে, যাতে পরিষেবা আরও গতিশীল ও বাস্তবসম্মতভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়। এছাড়াও এই উদ্যোগের মাধ্যমে সম্পত্তির ন্যায্য মূল্য নির্ধারণে তৈরি হবে এক শক্তিশালী এআই মডেল। অঞ্চল, বাজারমূল্য, পরিকাঠামোর মতো নানা তথ্য বিশ্লেষণ করে এই ব্যবস্থা জানিয়ে দেবে প্রকৃত মূল্য। ফলে বাড়বে স্বচ্ছতা, কমবে অনিশ্চয়তা ও দুর্নীতির সুযোগ। তথ্য সুরক্ষার দিকে নজর রেখে তৈরি করা হবে ভার্চুয়াল অ্যাগ্রিগেশন ব্যবস্থা, যেখানে বিভিন্ন দফতরের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেই ডেটাবেস একত্রিত করা হবে, যাতে ডিবিটি যাচাইয়ের সময় কমে আসে। স্থাবর সম্পত্তির নির্ভুল মূল্য নির্ধারণে একাধিক পরিসংখ্যান ও ফিল্ড ডেটা একত্র করে তৈরি হবে একটি ডায়নামিক এআই মডেল। পাশাপাশি হাতে লেখা পুরনো বাংলা নথিপত্র ডিজিটাইজ করে জমির ইতিহাস সংক্রান্ত অনুসন্ধান আরও সহজ করা হবে। অর্থ দপ্তরের প্রশাসনিক কাজের গতি বাড়াতে এআই নির্ভর একটি পৃথক ফাইল স্ক্রুটিনি সিস্টেম তৈরি হচ্ছে, যা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া অনেক সহজ ও দ্রুত করবে। এই সমগ্র প্রকল্পের জন্য ১১ অগস্ট প্রি-বিড বৈঠকের দিন ধার্য হয়েছে বলে অর্থ দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

আজ জয়েন্টের ফল প্রকাশ

প্রতিবেদন : আজ রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের ফল প্রকাশ। পরীক্ষার্থীরা বোর্ডের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে রেজাল্ট দেখতে পাবেন। এছাড়াও wbjeeb.nic.in- এ ক্লিক করেও ফল দেখা যাবে। আবেদনকারীর সংখ্যা, আসনের প্রাপ্যতা, পরীক্ষার অসুবিধা, গত বছরের কাট-অফ নম্বর প্রভৃতির উপর ভিত্তি করেই এই বছর ফল প্রকাশ করা হবে। এর পাশাপাশি আজ সেন্ট্রালাইজড অনলাইন পোর্টালে স্নাতকের মেধা তালিকাও প্রকাশ করা হবে। পয়লা আগষ্ট পর্যন্ত স্নাতক স্তরের অনলাইন পোর্টালে নিজেদের জাতিগত শংসাপত্র আপলোড করা গিয়েছে। একই সঙ্গে এই দুদিন পড়ুয়ারা আরও বাড়তি সময় পেয়েছে নিজের পছন্দমত বিষয় পরিবর্তন করার।

৩ দিনের হেফাজত

প্রতিবেদন: তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ কসবা আইন কলেজে ধর্ষণকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত মনোজিত মিশ্র সহ-ধৃতদের। ৮ অগাস্ট পর্যন্ত তাঁদের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয় আলিপুর আদালত। অপরাধ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে অভিযুক্তদের মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করা হবে। বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছিল সেদিনের দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তারক্ষীকেও।

যুব তৃণমূলের বিক্ষোভ

■ অমিত মালব্যর কুশপুতুল পুড়িয়ে রাজারহাটে প্রতিবাদ যুব তৃণমূলের।

প্রতিবেদন: বাঙালিকে লাগাতার অপমান করছে বিজেপি। বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশি ভাষা বলেও দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে ঘৃণ্য মন্তব্য করেছেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য। তার বিরোধিতা করেই বুধবার রাজারহাটের যাত্রাগাছি মোড়ে তৃণমূল যুব কংগ্রেস অমিত মালব্যর কুশপুতুল দাহ করে বিক্ষোভ দেখাল। মূলত বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের প্রতিবাদে গর্জে ওঠলেন যুব তৃণমূল কর্মীরা।

■ বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভার হরিহরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' ক্যাম্প পরিদর্শনে বারুইপুর পশ্চিমের বিধায়ক তথা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর্জি খারিজ বিপাকে মিঠুন

প্রতিবেদন : আরও বিপাকে দলবদলু মিঠুন চক্রবর্তী। কলকাতা হাইকোর্টে মুখ পুড়ল বিজেপি নেতার। তাঁর বিরুদ্ধে চিৎপুর থানার দায়ের হওয়া এফআইআর খারিজের আবেদনে স্থগিতাদেশ দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের নির্দেশ, তদন্ত যেমন চলছে তেমন চলবে। তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে মিঠুনকে। আগামী ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাঁকে গ্রেফতার করা যাবে না। ৩ সেপ্টেম্বর মামলার কেস ডায়েরি তলব করেছে আদালত। মিঠুনের বিরুদ্ধে আর্থিক বঞ্চনা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ এনেছেন তাঁর প্রাক্তন সচিব ও তাঁর স্ত্রী। অভিযোগকারীর আইনজীবী অয়ন চক্রবর্তী নথি তুলে ধরে বলেন, মিঠুনের বিরদ্ধে তাঁর প্রাক্তন সচিব সুমন রায়চৌধুরীর অভিযোগ, মিঠুন তাঁকে একটি কাজ করিয়েও ৩৫ লক্ষ টাকা দেননি। টাকা চেয়ে জুটেছে হয়রানি। এরপরই তিনি চিৎপুর থানায় মিঠুন ও সঙ্গীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।

বিজেপির মুখপাত্র থেকে বিচারপতি!

(প্রথম পাতার পর)

আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য। নিজের ফেসবুক পেজে দেবাংশু লেখেন, বাংলায় বিচারপতি ইস্তফা দিয়ে বিজেপির সাংসদ হন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিচার দেওয়ার পর রাজ্যসভার সাংসদ হন, আর এখন সবকিছু ছাড়িয়ে সরাসরি রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র আসীন হচ্ছেন বিচারপতির আসনে! এই পরিস্থিতিতে তাঁর প্রশ্ন, এরপরেও যদি কেউ বিচারব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তাঁকে কি আদালত অবমাননার দায়ে জেলে নিয়ে যাওয়া হবে? বিজেপির আমলে নানান কর্মকাণ্ডে বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠছে। বিজেপি কিছুতেই রাজনীতির বেড়াজাল থেকে বিচারব্যবস্থাকে মুক্ত রাখতে পারছে না। পরিস্থিতি এমনই যে, বিচারপতিদের পুরস্কারস্বরূপ নানা রাজনৈতিক পদ দিতে হচ্ছে। আবার রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে বিচারপতির আসনে বসাতে হচ্ছে দলের মুখপাত্রকে! মহারাষ্ট্রে বিজেপির মুখপাত্র আরতি সাঠেকে বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত করার পর তৃণমূল-সহ গোটা ইন্ডিয়া একযোগে গর্জে উঠেছে। এই নিয়োগকে গণতন্ত্রের পক্ষে সবচেয়ে বড় আঘাত বলে নিন্দা করেছেন সকলে। এই ঘটনা ভারতীয় বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতাকে ফের একবার প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেবে বলে মত তাঁদের। পরিহাসে রূপান্তরিত করবে বিচারব্যবস্থাকে।

চিঠি দিলেন অফিসাররা

(প্রথম পাতার পর) কোনও অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করেননি, বরং কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ৫ অগাস্ট নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে ভোটার তালিকা সংশোধনের দায়িত্বে থাকা অবস্থায় ওই দুই অফিসারকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। সংগঠনের দাবি, এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত কঠোর এবং নিরপেক্ষভাবে কাজ করা আধিকারিকদের মনোবলে গুরুতর ধাক্কা দিচ্ছে। তাদের বক্তব্য, সংগঠন স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রক্রিয়ার পক্ষে। তবে কোনও অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আগে তাঁর সার্ভিস রেকর্ড, আন্তরিকতা ও দায়িত্ব পালনের বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করা উচিত। কোনও প্রক্রিয়াগত ভুল থাকলেও তা ইচ্ছাকৃত ছিল না বলেই সংগঠনের বক্তব্য। এমন একটি সংবেদনশীল সময়ে এভাবে আধিকারিকদের শাস্তি দেওয়া প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা ও স্বাভাবিক কাজের পরিবেশে প্রভাব ফেলতে পারে বলেই মনে করছেন তারা।

সংগঠনের তরফে মুখ্যসচিবকে অনুরোধ জানানো হয়েছে, তিনি যেন নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করে এই সাসপেনশন আদেশগুলি পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন জানান। চিঠিতে লেখা হয়েছে, ন্যায়, সহানুভূতি ও সুবিচারের ভিত্তিতেই যেন কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়— সেটাই প্রত্যাশিত।

ঐক্যবদ্ধ হয়ে মানুষের কাজ করুন

(প্রথম পাতার পর)

সেখানেই বলেছেন, জেলাভিত্তিক রিভিউ বৈঠক চলবে এখন। জলপাইগুড়ি জেলার নেতৃত্বকে অভিষেক বলেন, ২০২৬-র আগে বুথভিত্তিক সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোই তৃণমূলের আসল রাজনীতি। 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচিকে আরও সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। প্রতীক নয়, সাধারণ মানুষের সমস্যা ও তাঁদের সমাধানের দিকে মন দিতে হবে বলে জানান তিনি। এ ছাড়াও মানুষের সমস্যার কথা জেনে এলাকায় প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট, সেতুনির্মাণ— পানীয় জল যা কিছু প্রয়োজন সে-সমস্ত কিছু করে দেওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে। জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেন, এই বৈঠক আমাদের জেলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমরা বুথস্তর থেকে সংগঠনকে সাজিয়ে নিচ্ছি। তিনি স্পষ্ট বলেছেন, এলাকার প্রতিটি মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। আগামী দিনে সেই দিশাতেই কাজ চলবে। জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান তথা রাজগঞ্জ বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জেলার প্রতিটি জনপ্রতিনিধির কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন কে কোথায় কতটা কাজ করেছেন। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, তৃণমূল শুধু নির্বাচনে জেতার দল নয়, এটা মানুষের দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানোর দল। এই বৈঠকে প্রতিটি ব্লকে নেতৃত্ব নির্বাচন, সংগঠনের দুর্বল দিক চিহ্নিত করা ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের দিক নিয়েও আলোচনা হয়। আগামী দিনে জলপাইগুড়ি জেলাকে সংগঠনের দিক থেকে বাংলার প্রথম সারিতে নিয়ে যেতে তৃণমূল কংগ্রেস যে ঐক্যবদ্ধ, তা স্পষ্ট এই বৈঠকের মধ্য দিয়েই। মালদহ জেলা নেতৃত্বকেও এই বিষয়গুলি মনে করিয়ে দিয়েছেন অভিষেক। দুই জেলার ক্ষেত্রেই রাজ্য সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পগুলির প্রচার আরও বেশি করে করতে হবে। বুথে বুথে পৌঁছতে হবে। এই দুই জেলার ক্ষেত্রেই ব্লক ও টাউন সভাপতি ও আরও কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। দুই জেলার নেতৃত্বকেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে সব কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

একবালপুরে বেসরকারি হাসপাতালে রোগিণীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ। অভিযুক্ত হাসপাতালেরই এক গ্রুপ-ডি কর্মী। অভিযোগ পেয়ে তাকে গ্রেফতার করেছে একবালপুর থানা

১ নভেম্বর থেকে শুরু শিবির, খরিফ মরশুমে ধান সংগ্রহের প্রস্তুতি তুঙ্গে

প্রতিবেদন : নতুন খরিফ মরশুমে ধান সংগ্রহে প্রস্তুতি নিচ্ছে রাজ্য সরকার। ২০২৫-'২৬ সালের ধান সংগ্রহ প্রকল্পে কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান কেনার জন্য ১ নভেম্বর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হবে ক্যাম্প। সম্প্রতি খাদ্য ও সরবরাহ দফতর এবং সমবায় দফতরের যৌথ বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, সমবায় ও পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, দুই দফতরের সচিব, আধিকারিক, বেনফেড, কনফেড এবং সমবায় সমিতিগুলির প্রতিনিধিরা। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এ বছরও সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কাছ থেকে কুইন্টাল প্রতি ২৩৬৯ টাকা দরে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান কেনা হবে। রাজ্যের খাদ্যসচিব পারভেজ সিদ্দিকি বৈঠকে স্পষ্ট করেছেন যে, সমস্ত ক্যাম্পে প্রচারের জন্য মাইকিং, লিফলেট ও ব্যানার ব্যবহার বাধ্যতামূলক। ক্যাম্পে বায়োমেট্রিক যাচাই ছাড়া কোনও ধান কেনা হবে না এবং কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়া চলবে।

■ ধান সংগ্রহের প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক। রয়েছেন মন্ত্রী রথীন ঘোষ, প্রদীপ মজুমদার-সহ দুই দফতরের শীর্ষ কর্তারা।

চলতি বছর ১৭৯টি মোবাইল সিপিসি চালু করা হয়েছে যাতে প্রান্তিক এলাকার কৃষকরা কাছাকাছি জায়গায় ধান জমা দিতে পারেন। গত মরশুমে রাজ্য সরকারের সমবায় দফতর ৯১৩টি পিএসএস-এর মাধ্যমে ৯ লক্ষ ৭ হাজার ৯৯৮ মেট্রিক টন, ১১টি ল্যাম্পস-এর মাধ্যমে ৬৮২৬ মেট্রিক টন ও ১২টি পিএমএসএস-এর মাধ্যমে ১০৫৫৬ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করেছিল। এবার সেই সাফল্যের রেকর্ড ছাপিয়ে যাওয়াই সরকারের লক্ষ্য। খাদ্যমন্ত্রী বৈঠকে জানান, রাজ্যের প্রায় সমস্ত রেশন ব্যবস্থার চাল এখন রাজ্যেই উৎপাদিত ধান থেকে আসছে, বাইরে থেকে চাল আমদানি করার প্রয়োজন পড়ছে না।

সমবায়মন্ত্রী জানান, আগে কৃষকদের ধান ৪২০-৪২৫ টাকা দরে বিক্রি করতে হত, এখন তাঁরা অনেক বেশি দাম পাচ্ছেন। তিনি আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যে ২০১২ সাল থেকে চাল আমদানি বন্ধ হয়েছে এবং এখন কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ধান সরকারের কাছে সরাসরি বিক্রি করতে পারছেন। গড় উৎপাদন ১৫ কুইন্টাল হওয়ায় চাষিরা কাছের ক্যাম্পেই ধান জমা দিতে পারবেন। ইতিমধ্যে ৬৫ শতাংশ সমবায়ে নতুন বোর্ড এসেছে, ফলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি আরও বেড়েছে। প্রশিক্ষণ ও পরিকাঠামোগত প্রস্তুতি নিয়ে বেনফেড, কনফেড এবং সংশ্লিষ্ট দফতরগুলি কাজ শুরু করে দিয়েছে। ৩১ আগস্টের মধ্যে প্রাথমিক কাজ শেষ করে সেপ্টেম্বরের মধ্যেই ক্যাম্প সংক্রান্ত যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পকে সফল করতে সরকার কৃষকদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, এই উদ্যোগ শুধুমাত্র ধান কেনার পরিকল্পনা নয়, বরং কৃষকের ন্যায্য দাম, স্বচ্ছ প্রক্রিয়া এবং দ্রুত লেনদেন নিশ্চিত করার একটি প্রতিশ্রুতি।

গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণে এবার রিসাইকেলড প্লাস্টিকে জোর

প্রতিবেদন : পরিবেশ দূষণ কমানো ও প্লাস্টিক বর্জ্য পুনর্ব্যবহার করার লক্ষ্যে রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণে পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক বেশি করে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানান, ইতিমধ্যেই ৭০০ কিমি গ্রামীণ রাস্তা প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার করে তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে স্কুলের সঙ্গে যুক্ত রাস্তা গুলিকে এই কাজে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্লাস্টিক বর্জ্যও সঠিকভাবে বাছাই করে ব্যবহৃত হলে মূল্যবান সম্পদে রূপান্তরিত হতে পারে ছোটবেলা থেকেই পড়ুয়াদের মনে এই বার্তা গেঁথে দেওয়া এই উদ্যোগের লক্ষ্য। নতুন অর্থবর্ষে গ্রামীণ এলাকায় ১৫০০ কিমি রাস্তায় প্লাস্টিক ব্যবহার করে নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে ১০৮টি প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র গড়ে তোলা

পরিবেশ দূষণ রোধে রাজ্যের উদ্যোগ

হয়েছে, যার মধ্যে ১০৩টি ইতিমধ্যেই চালু। কোনও কোনও কেন্দ্রে স্বনির্ভর গোষ্ঠী চালানোর দায়িত্বে, আবার কিছু কেন্দ্রে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেল কার্যকর হয়েছে। রিসাইকেলড প্লাস্টিক থেকে তৈরি হচ্ছে ফার্নিচার, পেভার ব্লক, ব্যাগের মতো একাধিক জিনিসও।

বুধবার কলকাতায় ইউনিসেফের সহযোগিতায় আয়োজিত রাজ্য স্তরের রিসাইকলার সম্মেলন ছিল। দফতরের এক আধিকারিক জানান, প্লাস্টিক মিশ্রিত বিটুমিন ব্যবহারে রাস্তা ফাটার প্রবণতা অনেকটাই কমে, রাস্তার গুণমানও বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি, বিটুমিনের খরচও কমে যায়, ফলে যেখানে বেশি পরিমাণ প্লাস্টিক বর্জ্য পাওয়া যায়, সেখানে রাস্তা তৈরির খরচ কম পড়ে। মন্ত্রী জানান, বর্তমানে ই-কার্ট ব্যবহার করে প্লাস্টিক সংগ্রহ করা হলেও তাদের নাগাল সীমিত, তাই এমন যানবাহনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে যা দূরবর্তী এলাকাতেও পৌঁছতে পারে। সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন রিসাইকলার, কৃষক উৎপাদক সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও অন্যান্য অংশীদাররা। অনুষ্ঠানে উপস্থাপিত হয়েছিল বিভিন্ন টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা মডেল। মন্ত্রী আরও বলেন, এই উদ্যোগ শুধু প্লাস্টিক মুক্তি নয়, বরং পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা, নতুন অর্থনৈতিক সম্ভাবনা এবং নবীকরণযোগ্য ব্যবস্থার সম্ভাবনাও খুলে দিচ্ছে।

সমাজমাধ্যমে মালব্যকে মালপোয়া-খোঁচা ঋত্বিকের

প্রতিবেদন : বাংলাভাষাকে বাংলাদেশিভাষা বলেছে অমিত শাহ অধীনস্থ দিল্লি পুলিশ। আর তার পরে বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্যর দাবি, বাংলা বলে নাকি কোনও ভাষাই নেই! এর বিরোধিতায় গর্জে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা দেশ। রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে সমাজের সবস্তরের মানুষ এই মন্তব্যের প্রতিবাদে সরব হন। এই নিয়ে

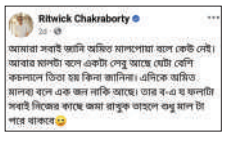

অমিত মালব্যকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন অভিনেতা ঋত্বিক চক্রবর্তী। নিজের ফেসবুক পেজে মালপোয়া থেকে মালটা (লেবু) একের পর এক খোঁচা দিয়েছে অ্যাডভোকেট অচিন্ত্য আইচ।

বাংলাভাষার অপমানের তীব্র প্রতিবাদ করে ঋত্বিক লেখেন, 'আমরা সবাই জানি অমিত মালপোয়া বলে কেউ নেই। আবার মালটা বলে একটা লেবু আছে যেটা বেশি কচলালে তিতা হয় কিনা জানি না। এদিকে, অমিত মালব্য বলে একজন নাকি আছে। তার ব-এ য ফলাটা সবাই নিজের কাছে জমা রাখুক তাহলে শুধু মালটা পড়ে থাকবে।'

বিজেপিকে নিশানা করে তীব্র চিমটি কাটেন ঋত্বিক চক্রবর্তী। মালটা লেখার পরে তিনি লেখেন, 'বাংলা বিরোধী বাঙালি বিরোধী গান্ধীজি বিরোধী সংবিধান বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন বিরোধী— একই সঙ্গে সেলুলার জেলে বসে মুচলেকার পক্ষে হিটলারের পক্ষে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে নাথুরামের পক্ষে এমন কী গুমনামী বাবার পক্ষে এককথায় প্রকাশ করুন।' বাংলাভাষার উপর আক্রমণে বিজেপির বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন বাংলাভাষীরা। বিজেপি-বিরোধী জোটও এই নিয়ে প্রতিবাদে সরব। ভাষার উপর আক্রমণের প্রতিবাদে রাজপথে নেমে মিছিল করছেন স্বয়ং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন তিনি। এবার টলিউড থেকেও উঠল প্রতিবাদের ঝড়।

জল ছাড়া নিয়ে ডিভিসির ষড়যন্ত্র ঋতব্রতর প্রশ্নে পর্দাফাঁস সংসদে

প্রতিবেদন : কেন্দ্রীয় প্রকল্পে সব রাজ্য টাকা পেলেও ব্রাত্য বাংলা। পাশাপাশি বাংলার শক্তি খর্ব করতে রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকা বানভাসি করে দেওয়ার বিজেপির ষড়যন্ত্র। এই চক্রান্তের পর্দাফাঁস হল তৃণমূল সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে। রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই ডিভিসি জল ছেড়েছে, তা স্পষ্ট হল কেন্দ্রীয় জল সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের উত্তরে। বিজেপির এই ষড়যন্ত্র বাংলার মানুষ জলের তোড়ে ভাসিয়ে দেবে, চ্যালেঞ্জ ঋতব্রতর।

রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় দক্ষিণবঙ্গে বিস্তীর্ণ এলাকায় ডিভিসি-র ছাড়া জলে বানভাসি পরিস্থিতি নিয়ে এদিন প্রশ্ন তোলেন। জানতে চান, ডিভিসি এ পর্যন্ত কত জল ছেড়েছে। সাংসদের প্রশ্নের অর্ধসমাপ্ত উত্তর দেন মন্ত্রী। তাঁকে কটাক্ষ করে ঋতব্রত বলেন, সারাদেশে যে বাংলা-বিরোধী পরিবেশ বিজেপি তৈরি করেছে তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই ডিভিসি গোটা বাংলাকে ডোবাচ্ছে। তথ্য পেশ করে ঋতব্রত বলেন, ডিভিসির জল ছাড়া নিয়ে ওরা জানিয়েছে, ১৮ জুন থেকে ১৫ জুলাই একমাসেরও কম সময়ে, ২৭ হাজার ৯৮৭ লক্ষ কিউবিক মিটার জল ছাড়া হয়েছে। আমরা বলছি জুন ও জুলাই দু'মাসে ডিভিসি জল ছেড়েছে ৫০ লক্ষ ২০৮৭ লক্ষ কিউবিক মিটার। মনে রাখতে হবে ২০২৩-এর থেকে এই পরিমাণ ৩০ গুণ। ২০২৪-এর থেকে ১১ গুণ বেশি। কেন্দ্রের উত্তর পাওয়ার পরে ঋতব্রত জানান, আমি প্রশ্ন করেছিলাম রাজ্য সরকার, বাংলার সরকারের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছিল কি না। তার উত্তরে হ্যাঁ-ও নেই, না-ও নেই। উত্তরে রয়েছে একটি কমিটি রয়েছে। কমিটি রয়েছে আমরাও জানি। কিন্তু কমিটি থাকলেই কী আলোচনা হয়? তার মানে রাজ্য সরকারকে অন্ধকারে

■ রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখছেন তৃণমূল সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার।

রেখে বিপুল পরিমাণ জল ছাড়া হল।

বিজেপির উদ্দেশ্য সফল হবে না। চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ঋতব্রত দাবি করেন, বাংলাকে ডোবানোর জন্য কেন্দ্রের যে ষড়যন্ত্র, তার অংশ হিসাবে ডিভিসি এই কাজ করছে। ওরা ভুলে যাচ্ছে, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার মানুষের জলের তোড়ে রাজনৈতিকভাবে বিজেপির সলিল সমাধি অনিবার্য।

■ বুধবার খড়দহে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান। বক্তব্য রাখছেন বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

■ বুধবার বিধাননগরে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান। জরুরি সভায় বক্তা সুজিত বসু, কৃষ্ণা চক্রবর্তী।

বিহারে ৬৫ লক্ষ নাম বাদ তথ্য তলব সুপ্রিম কোর্টের

প্রতিবেদন : এসআইআরের নামে বিহারে ভোটের তালিকা থেকে ৬৫ লক্ষ নাম বাদ দেওয়া হয়েছে! এবার সুপ্রিম-প্রশ্নের মুখে পড়ল নির্বাচন কমিশন। বুধবার সুপ্রিম কোর্ট জানতে চেয়েছে, কেন এত ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হল, ভোটার তালিকা থেকে কারা বাদ পড়লেন? লিখিত আকারে কমিশনের কাছে তথ্য চাইল শীর্ষ আদালত। বিহারে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস শীর্ষ আদালতে মামলা করেছে। তাদের অভিযোগ, বিহারে ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। কিন্তু কারা বাদ পড়ল, তার বিবরণ দেয়নি নির্বাচন কমিশন। রাজনৈতিক দলগুলিও ওই বাদ-পড়া ভোটারের তালিকা পায়নি। মামলাকারীদের তরফে আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ বলেন, ৩২ লক্ষ ভোটার স্থায়ীভাবে অন্যত্র চলে গিয়েছেন জানানো হচ্ছে। কিন্তু এ বিষয়ে অন্য কোনও বিবরণ দেওয়া হয়নি। ৬৫ লক্ষের মধ্যে কারা, কারা স্থায়ীভাবে অন্যত্র চলে গিয়েছেন? কারা মৃত, এইসব তথ্য প্রকাশ করা উচিত। এরপর বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়া ও বিচারপতি এন কে সিংয়ের বেঞ্চ এই মর্মে কমিশনের ব্যাখ্যা তলব করেছে। কোন কোন রাজনৈতিক দলকে কী কী তথ্য দেওয়া হয়েছে সেটা আদালতকে লিখিত আকারে জানাক কমিশন। ১২ অগাস্ট মামলার পরবর্তী শুনানি। তার আগেই কমিশনকে জবাব দিতে হবে। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী জানান, কমিশন যে নথিগুলি চেয়েছে সেগুলি একটাও সম্পূর্ণ প্রামাণ্য নথি নয়। ভোটার তালিকায় যুক্ত হতে কেউ আধার আপলোড করলে তা কেন গ্রহণ করবে না কমিশন, প্রশ্ন তাঁর।

আমার বাংলা
7 August, 2025 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অসমকে নথি দেখাব না, জানিয়ে দিলেন পঞ্চায়েত প্রধান বিনমা

সংবাদদাতা, কোচবিহার : কী করে একজন জনপ্রতিনিধিকে নোটিশ পাঠায় অসম? অসমে কোনও নথি দেখাব না। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে এইভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে কেন? অসমকে কোনও রকম প্রমাণ দেব না। শেষ দেখে ছাড়ব। এবার পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন মাথাভাঙা এলাকার হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রধান বিনমা রায়। অন্যদিকে, বিবাহসূত্রে অসমের বাসিন্দা মিনতি রায় গত ৪৫ বছর থেকে ওই রাজ্যে থাকেন। কোচবিহার জেলার মাথাভাঙার হাজরার হাট ২ অঞ্চলে তাঁর জন্ম। যেহেতু অসম সরকার তাঁর এনআরসির আবেদন খারিজ করেছে সমস্যায় পড়েছেন তিনি। বুধবার পঞ্চায়েত প্রধান বিনমা এবং সমস্যায়-পড়া মিনতি রায়ের সঙ্গে দেখা করলেন জেলাসভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। দুটি ঘটনাতেই ক্ষোভ প্রকাশ করে জেলাসভাপতি বলেন, বাংলার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অসম সরকারের কাছে কোনও অফিসিয়াল রেকর্ড নিয়ে হাজির হবেন না, এটাই দলের সিদ্ধান্ত। এদিন মিনতি রায়ের বাড়িতে তাঁর ছেলের সঙ্গেও দেখা করেন প্রতিনিধিরা। ছিলেন দলের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, মাথাভাঙা ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন-সহ দলের নেতৃত্ব। উল্লেখ্য, পঞ্চায়েত প্রধানকে নোটিশ পাঠানোয় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় দলের সোশ্যাল সাইটে। হেনস্থার নোটিশ তুলে ধরে জানতে চাওয়া হয়েছে কীভাবে একজন জনপ্রতিনিধিকে নোটিশ পাঠাতে পারে অসম সরকার? অসমের নলবাড়ির ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল সমন পাঠিয়েছে কোচবিহারে। তাঁকে ২৭ অগাস্ট হাজিরা দিয়ে নিজের 'নাগরিকত্ব'র প্রমাণ দিতে বলা হয়েছে! বাংলা কি অসমের অধীনে? এটি একটি কাপুরুষোচিত চক্রান্ত যেখানে বাঙালিদের হয়রানি ও অপমান করা হচ্ছে এবং আমাদের সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করার নোংরা চেষ্টা চলছে। এটা সরাসরি সংবিধান এবং বাংলার সম্মানের উপর আঘাত। এইভাবে আমরা চুপ থাকব না! আমাদের পরিচয় নিয়ে কোনও ছেলেখেলা চলবে না, আমাদের নাগরিকত্ব নিয়ে কোনও অনৈতিক বিচারের প্রশ্নই ওঠে না!

■ বিনমা রায় ও মিনতি রায়ের সঙ্গে কথা বলেন জেলাসভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক।

শ্রমিকের মৃত্যু

■ হরিয়ানায় পুলিশের অত্যাচার থেকে বাঁচতে বাড়ি ফেরার পথেই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল শ্রমিকের। চাঁচল ১ ব্লকের শীতলপুর গ্রামের পরিযায়ী শ্রমিক মিনসারুল আলি (২৫)। জখম হয়েছেন তাঁর স্ত্রী-সহ পরিবারে থাকা আরও চারজন ও টোটো চালক। বরাতজোরে রক্ষা পেয়েছে মৃত শ্রমিকের ৬ মাসের কন্যাসন্তান। মঙ্গলবার রাতে সামসি স্টেশন থেকে টোটো করে বাড়ি যাওয়ার সময় একটি লরি টোটোটিকে সজোরে ধাক্কা মারে। তারপরই সব শেষ। মিনসারুলের স্ত্রী রাবেনা বলেন, ভয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে থেকেছি। বাড়ি ফেরার আগেই সব শেষ।

শিলিগুড়িতে নাট্যোৎসব

■ শিলিগুড়িতে নাট্যোৎসব। সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে। ৬ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নকশালবাড়ি কমিউনিটি হলে চলবে এই বিশেষ অনুষ্ঠান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে থাকবে বিশিষ্টজনদের সম্মাননা প্রদান। বুধবার এক সাংবাদিক বৈঠকে এই তথ্য জানিয়েছেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ।

হাতির হানা

■ ফের হাতির হানা ফালাকাটা ব্লকে। ক্ষতিগ্রস্ত চারটি পরিবার। ফালাকাটা ব্লকের তাসাটি চা-বাগানের বাসা লাইনে মঙ্গলবার গভীর রাতে তিনটি হাতির একটি দল ব্যাপক তাণ্ডব চালায় ওই এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট এলাকার পৃথক চারটি বাড়ি ভেঙে দেয় ওই হাতির দলটি। ক্ষতিগ্রস্ত ওই চারটি পরিবারের কারও ঘর ভেঙে চুরমার করে দেয়, আবার কারও ঘরের বেড়া ভেঙে ঘরে মজুত রাখা চাল ডাল আটা সাবাড় করে দিয়েছে ওই হাতির দলটি।

গেট মিটিং

■ কেন্দ্রের বঞ্চনা। চা-শ্রমিকদের সমস্যা মেটাতে লড়ে যাচ্ছে আইএনটিটিইউসি। বুধবার নকশালবাড়ি ব্লকের মনিরাম অঞ্চলের আশাপুর চা-বাগানে গেট মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এদিন মিটিংয়ে বকেয়া পিএফ, গ্র্যাজুয়িটি-সহ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের নতুন প্রকল্প 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার জন্য শ্রমিকদের সচেতন করা হয়। ছিলেন নির্জল দে, লোদিন রায়, পুষা ওঁরাও, অশ্বিতা খেরওয়ার প্রমুখ।

ব্যাঙ্কে সাইবার জালিয়াতি

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে সাইবার জালিয়াতি। ময়নাগুড়ি ব্লকে ফের ঘটে গেল সাইবার প্রতারণা। এক যুবকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে হ্যাকারদের ফাঁদে পড়ে গায়েব হল প্রায় ১,৮৯,৯৯৮ টাকা। ঘটনাটি ফের কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ক্ষেত্রে ঘটায় সাধারণ মানুষের মধ্যে এই সমস্ত ব্যাংকের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। অনেকেই বলছেন, বারবার এমন ঘটনার ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের উপর থেকে আস্থা উঠে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের।

শিলিগুড়িতে নয়া বাস টার্মিনাস

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : শহরে যানজট রুখতে ইতিমধ্যেই একাধিক ব্যবস্থা নিয়েছে পুরসভা। এবার এসজেডিএ-র উদ্যোগ মাটিগাড়ার পরিবহণ নগরে তৈরি হবে একটি আধুনিক বাস টার্মিনাস। রাজ্য পরিবহণ দফতর ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পে অনুমোদন দিয়েছে, অর্থ দপ্তর থেকে বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ২.৫ কোটি টাকা। বুধবার শহরের মেয়র গৌতম দেব-এর সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার। বৈঠকে যানজট সমস্যা ছিল অগ্রাধিকারে। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি জানান, মেয়রের প্রস্তাবেই বাস টার্মিনাস নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার অনুমোদন দিয়েছে। দ্রুত কাজ শুরু হবে। নতুন টার্মিনাসে একসঙ্গে দাঁড়াতে পারবে ৭০টি বাস। থাকবে আধুনিক টিকিট কাউন্টার, তৈরি হবে ফুড ব্লক ও যাত্রী-সুবিধা কেন্দ্র। পরিবহণ নগরের ট্রাক টার্মিনাসেও আধুনিকীকরণ করা হবে, যার জন্য খরচ হবে ৪৫ লক্ষ টাকা।

■ বৈঠকে গৌতম দেব, দিলীপ দুগার প্রমুখ।

হচ্ছে সমাধান, পরিষেবা নিতে বালুরঘাটে রেকর্ড ভিড়

প্রতিবেদন : আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচি শুরু হতেই মিলেছে ব্যাপক সাড়া। শিবিরগুলিতে মানুষের ভিড় চোখে পড়ার মতো। বালুরঘাটে একইদিনে একাধিক শিবির হয়। বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের দিগড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিবিরের উদ্বোধন করেন বিডিও প্রগতি নটিয়াল। ছিলেন বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার, জয়েন বিডিও সুশান্ত প্রামানিক, অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দেবদূত বর্মনসহ অন্যান্য আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা। বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন প্রতি তিনটি বুথ নিয়ে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান একটি করে ক্যাম্প করার জন্য। যেখানে এলাকার মানুষ প্রশাসনিক পরিষেবা পাবেন নিজেদের সমস্যার সমাধান পাবেন। ক্যাম্পগুলিতেও প্রায় ৩০০ মানুষ আবেদন করেছিলেন সমস্যা সমাধানে। বুনিয়াদপুরে ২ আগস্ট থেকে শুরু হয়েছে। সূচনা করেছিলেন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। পাড়াতেই সমাধান পেয়ে খুশি সাধারণ মানুষ। প্রত্যেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

■ শিবিরে পরিষেবা নিতে ভিড় সাধারণের।

■ পটাশপুরে বিজেপিতে ভাঙন। পটাশপুর ২ নম্বর পঁচেট গ্রাম পঞ্চায়েতে সক্রিয় ২০ জন বিজেপি কর্মী এলেন তৃণমূলে। পতাকা তুলে দিলেন কাঁথি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি পীযুষকান্তি পণ্ডা।

হরিয়ানা পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ

■ উল্টো করে ঝুলিয়ে মার। ভেঙে দেওয়া হয়েছে পা। ভাঙা পায়ে বাড়ি ফিরে হরিয়ানা পুলিশের বিরুদ্ধে গোয়ালপোখর থানায় এফআইআর করলেন পরিযায়ী শ্রমিক মহঃ জুনেদ আলম। হরিয়ানায় কাজ করতেন। ভারত সরকারের বৈধ পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও জোর করে বাংলাদেশি নাগরিক হওয়ার স্বীকারোক্তি নেওয়ার চেষ্টা চালায় পানিপথ পুলিশ। নির্মম অত্যাচার চালিয়ে পা ভেঙে ফেলে পুলিশ। আতঙ্ক কাটেনি তাঁর। পুলিশের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানায় জুনেদ ও তাঁর পরিবার।

আগুনে ভস্মীভূত

■ কার্শিয়াঙের চা-বাগান এলাকায় ভয়াবহ আগুন। পুড়ে ছাই হয়ে গেল দু'টি বাড়ি। আরও কয়েকটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত। খবর পাওয়ামাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ইঞ্জিন। মালুটার বাগান এলাকার বাসিন্দা চা শ্রমিক দেবেন্দ্র সুব্বা জানিয়েছেন, তিনি বাগানে কাজ করছিলেন। তখনই আগুনের খবর আসে। ওই সময় তাঁর বৃদ্ধ বাবা বাড়িতে ছিলেন। খবর পেয়েই তিনি যান। দমকলের প্রচেষ্টায় ওই প্রৌঢ়কে উদ্ধার করা হয়।

সংস্কৃতি কর্মশালা

■ উত্তর দিনাজপুর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সহযোগিতায় এবং লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের আয়োজনে রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরে মুখা শিল্প নিয়ে তিনদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জের মহকুমাশাসক কিংশুক মাইতি, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শুভম চক্রবর্তী, বিশিষ্ট মুখা শিল্পী শচীন্দ্রনাথ সরকার, ইতিহাসবিদ ড. বৃন্দাবন ঘোষ, সুকুমার বারুই প্রমুখ। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ৫০ জন শিল্পী এই তিনদিনের কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রক্তের সংকট মেটাতে পুলিশ সুপারের উদ্যোগে বাঁকুড়া সদর থানায় আয়োজিত বুধবারের রক্তদান শিবিরে রক্ত দিলেন বহু পুলিশকর্মী ও পুলিশকর্তা

আমার বাংলা

7 August, 2025 • Thursday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
৭ অগাস্ট ২০২৫
বৃহস্পতিবার

দেউচায় ফের ১৮ জমিদাতা পরিবারের হাতে নিয়োগপত্র

■ সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দিচ্ছেন জেলাশাসক বিধান রায়।

সংবাদদাতা, সিউড়ি : দেউচা-পাঁচামি কয়লাশিল্পে জমিদাতা পরিবারদের ফের নিয়োগপত্র দিলেন বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায়। মোট ১৮ জনের হাতে ডি গ্রুপের নিয়োগপত্র দেওয়া হয় বলে জানান জেলাশাসক। কদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী বীরভূম সফরে এসে বলেছিলেন, দেউচা-পাঁচামিতে লক্ষাধিক কর্মসংস্থান হবে। ধাপে ধাপে এলাকার যুবক-যুবতীরা সরকারি চাকরি পাবেন। দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেই তিনি বীরভূমে এই দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা শিল্প গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেন। প্রাথমিকভাবে বিরোধীরা এই কয়লাশিল্পকে নিয়ে নানা রকম মিথ্যা ও অপপ্রচারমূলক বক্তব্য ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর অদম্য জেদ এবং বাংলাকে ভারতের শিল্প মানচিত্রে প্রথম স্থানে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য ছিল অনড়। বাসন্তী হেমব্রম জানান, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন। বহু মানুষ আমাদের ভুল বুঝিয়েছিল। কিন্তু আমরা মুখ্যমন্ত্রীর ওপর ভরসা রেখেছিলাম। জানতাম, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রতিশ্রুতি দেন তা পালন করেন।

বাজ পড়ে আবার দুই মৃত্যু

বাঁকুড়ায় ১৫ দিনে মৃতের সংখ্যা ১১

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : ফের জেলায় বজ্রপাতে জোড়া মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দুটি পৃথক বজ্রপাতের ঘটনায় বাঁকুড়ার ইন্দাস ও পাত্রসায়ের থানা এলাকায় দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। বজ্রপাতে এই জোড়া মৃত্যুতে গত ১৫ দিনে বাঁকুড়ায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১১। চলতি বছর বর্ষার শুরু থেকেই একের পর এক নিম্নচাপের জেরে লাগাতার বৃষ্টি চলছে জেলায়। নজিরবিহীনভাবে মাঝেমধ্যেই বজ্রপাতের ঘটনাও ঘটছে। গত ২৪ জুলাই একই দিনে বাঁকুড়ায় বজ্রপাতে মৃত্যু হয় ৯ জনের। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই গতকাল সন্ধ্যায় জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ফের বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হয়। শুরু হয় বৃষ্টি এবং বজ্রপাত। সেই সময় দুটি পৃথক বজ্রপাতের ঘটনায় ইন্দাস থানার পলাশি গ্রামের রাজু বাগদি (৫৫) ও পাত্রসায়ের থানার পাটিত গ্রামের জয়ন্ত মণ্ডলের (৬৩) মৃত্যু হয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দুজনেই মাঠে আমনের চারা রোয়ার কাজ করছিলেন। বজ্রপাতে মাঠে লুটিয়ে পড়ে ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয়। পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে পাঠায় বুধবার।

আবাসের বাড়ি পেয়েছেন পদ্মশ্রী পাওয়ার আগেই, ১৬ সালে

দুখু মাঝিকে নিয়ে গদ্দারের মিথ্যাচার

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : শেষরক্ষা হল না। পদ্মশ্রী দুখু মাঝির প্রতি রাজ্য সরকারের বঞ্চনার অভিযোগ তুলতে গিয়ে মুখ পুড়ল গদ্দারের। কদিন আগেই গদ্দার বলেছিল, বাঘমুন্ডি থানার সিঁদরি গ্রামের গাছদাদু দুখু মাঝি ভাঙাচোরা বাড়িতে থাকেন। তাঁকে পাকা বাড়ি বানিয়ে দেবেন তিনি। বিষয়টি জানাজানি হতেই তোলপাড় শুরু হয় বাঘমুন্ডিতে। প্রথমে স্থানীয়রাই প্রতিবাদে নামেন। তারপর তথ্য দেয় প্রশাসন। জানা যায়, পদ্মশ্রী পাওয়ার আগেই দুখু মাঝির পরিবার সরকারি বহু সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন। পেয়েছেন আবাস যোজনার বাড়িও। বাঘমুন্ডির বিধায়ক সুশান্ত মাহাত বলেন, ২০১৬-১৭ সালে আবাস যোজনায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা পেয়েছিলেন দুখুবাবু। সেই টাকায় তৈরি ঘরেই থাকেন তাঁর ছেলে-বৌমা এ কথা নিজেই বলছেন দুখু মাঝি। এছাড়া তিনি নিজে পান বার্ধক্যভাতা, তাঁর স্ত্রী পান জয় জহার প্রকল্পের ভাতা, প্রতিবন্ধী ছেলে শম্ভু পান মানবিক ভাতা এবং পুত্রবধূ পান লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। পরিবারটি খাদ্যসাথী প্রকল্পে বিনা পয়সায় রেশনও পান। বাঘমুন্ডির বিডিও আর্য তা জানান, পদ্মশ্রী তাঁর কৃতিত্বের সম্মান। আমরা বহু আগে থেকেই গাছপাগল মানুষটিকে সম্মান করি। তাঁর পাশে আছে প্রশাসন। তাহলে কেন গদ্দারের হঠাৎ এমন মিথ্যাচার! জবাবে জেলা তৃণমূল সভাপতি রাজীবলোচন সরেন বলেন, ২০২১-এ বাঘমুন্ডিতে প্রার্থী দেওয়ার সাহস করেনি বিজেপি। অযোধ্যা পাহাড়ে চোখে পড়ার মতো উন্নয়ন হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায়। গদ্দাররা জানেন এখানে হালে পানি পাবেন না। তাই এখন থেকেই মিথ্যে খবর দিয়ে জলঘোলা করার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু এতে মানুষ বিভ্রান্ত হবেন না।

■ আবাসের বাড়ির সামনে দুখু মাঝি।

নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণের পর খুন, নরাধম বাবার ফাঁসির সাজা

সংবাদদাতা, আসানসোল : নিজের মেয়েকে ধর্ষণ করে খুনের দায়ে নরাধম বাবাকে ফাঁসির সাজা দিল আদালত। বুধবার আসানসোলের বিশেষ পকসো আদালতের বিচারক এই নির্দেশ দেন। ঘটনার ১ বছর ৩ মাসের মধ্যেই সাজা ঘোষণা হল। আদালত সূত্রে খবর, হিরাপুর থানার নরসিংবাঁধের হাড়হিম করা হত্যাকাণ্ড সামনে আসে ২০২৪-এর ১৩ মে সকালে। এলাকার এক গৃহবধূর আর্তনাদে ঘুম ভাঙে পাড়া-প্রতিবেশীর। দেখা যায়, বিছানায় পড়ে ১৫ বছরের এক নাবালিকা। তার গলায় দাগ, নাক-কান দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। মা-মেয়েকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলেও বাধা দেয় বাবা। এই অবস্থায় প্রতিবেশীরাই জোর করে মেয়েটিকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মেয়ের মায়ের অভিযোগে গ্রেফতার হয় বাবা। তদন্ত এগোতেই হত্যাকাণ্ডের বীভৎসতা সামনে আসে। ময়নাতদন্তে জানা গিয়েছে, মেয়েটিকে খুনের আগে ধর্ষণ করা হয়েছিল। তারপরই গলায় দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়। পুলিশ ডাস্টবিন থেকে খুনে ব্যবহৃত দড়িটি উদ্ধার করে। ১৬ জনের সাক্ষ্যগ্রহণের পর এক বছর তিন মাসের মধ্যেই অভিযুক্ত বাবাকে দোষী সাব্যস্ত করেন বিচারক সুপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার নরাধম বাবার ফাঁসির নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পোস্টঅফিসের গ্রাহকদের টাকা হাতিয়ে ধৃত

সংবাদদাতা, ডেবরা : দুদিন আগেই পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা ব্লকের ৬ নং জলিমান্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের সাঁইতল পোস্ট অফিসের একাধিক গ্রাহকের লক্ষাধিক টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছিল পিওন অমল দোলাই। এই নিয়ে পোস্টঅফিস ঘেরাও করে লাগাতার বিক্ষোভ দেখান গ্রাহকেরা। এমনকী রাতেও চলে বিক্ষোভ। অবশেষে ফেরার সেই পিওনকে মঙ্গলবার রাতে গ্রেফতার করে ডেবরা থানার পুলিশ।

বিজেপি রাজ্যে ধর্ষিতার পরিবারের সঙ্গেও কি দেখা করবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

প্রতিবেদন : আরজি করে মৃত পড়ুয়ার বাবা-মা ফের দিল্লি যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সিবিআইয়ের ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে। তবে এটা নতুন কিছু নয়, এর আগেও তাঁরা রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার জন্য সময় চেয়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গ টেনে বুধবার তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ সাংবাদিকদের বলেন, তাঁরা আগেও একই আবেদন করেছিলেন। কিন্তু যতদূর শুনেছি, তাঁদের কোনও সময় দেওয়া হয়নি। তার পরও তাঁরা ফের যাচ্ছেন।

প্রশ্ন তৃণমূলের

এখন ভোট আসছে, এবার হয়তো তাঁদের সময় দেওয়া হবে। কিন্তু কোন মুখে তাঁরা সময় দেবেন? বিজেপি রাজ্যগুলিতেই তো একের পর এক মহিলাকে ধর্ষণ ও খুন করা হচ্ছে! বিজেপি-শাসিত মধ্যপ্রদেশে সরকারি হাসপাতালের মধ্যে একজন নার্সকে গলা কেটে খুন করা হল। উত্তরপ্রদেশের এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করল পুলিশ কনস্টেবল, একের পর রাজ্যে নারীনির্যাতন চলছে বিজেপি জমানায়। এখন যদি তাঁরা আরজি করে মৃতার বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করেন তা হলে আমাদের প্রশ্ন উন্নাও, হাথরস, প্রয়াগরাজ থেকে শুরু করে বিলকিসের সঙ্গে কেন দেখা করবেন না? বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে যতজন মহিলা ধর্ষিতা ও খুন হয়েছেন তাঁদের পরিবারের সঙ্গেও অমিত শাহকে দেখা করতে হবে।

ক্ষতিগ্রস্ত তিলপাড়া জলাধারে অনুব্রত

সংবাদদাতা, সিউড়ি : তিলপাড়া জলাধারের ডিভাইডারের দেওয়ালে দীর্ঘ ফাটলের জেরে ভারী যান চলাচল বন্ধ আছে। বুধবার ক্ষতিগ্রস্ত জলাধার দেখে যান রাজ্য গ্রামোন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল। সেচ দফতরের ইঞ্জিনিয়াররাও দেখে গিয়েছেন। জলাধারের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ দ্রুত সারানোর চেষ্টা করছে প্রশাসন। টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। জেলাশাসক বিধান রায় বলেন, রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান কীভাবে দ্রুত সংস্কারকাজ সম্পন্ন করা যায় সেই বিষয়ে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রায় ২৫০ বছরের রাজবাড়ির ঝুলনে অটুট সেকেলে রীতি, উন্মাদনা

তুহিনশুভ্র আগুয়ান • মহিষাদল

রাজত্ব আজ আর নেই। নেই প্রতিপত্তিও। কিন্তু সেকেলে জলুস আজও থেকে গিয়েছে রাজবাড়ির বিভিন্ন আচারে, বিধিতে। শতাব্দীপ্রাচীন মহিষাদল রাজবাড়ির ঝুলন উৎসবকে ঘিরে আজও উদ্দীপনায় মেতে ওঠে গোটা মহিষাদল। রোজ সন্ধ্যা হলেই রাজবাড়ির প্রায় আড়াইশো বছরের গোপাল জিউর মন্দিরে ঝুলন দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন আশপাশের মানুষ। রোজ উপস্থিত থাকছেন রাজবাড়ির কনিষ্ঠ সদস্য রুদ্রপ্রসাদ গর্গ নিজেও। ঐতিহ্যের মাঝে প্রাচীন রীতিনীতি মেনে যেন তৈরি হয়েছে রাজকীয় আধ্যাত্মিক পরিবেশ। ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যায়, ধর্মপ্রাণ রানি জানকীর আমলেই মূলত মহিষাদলে গড়ে ওঠে একাধিক মন্দির। জানকী দেবী ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মানুষ। সেখানকার রামানুজ সম্প্রদায়ের যাবতীয় ধর্মীয়

আচারবিধিতে আকৃষ্ট ছিলেন তিনি। সেই সময় মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ ছিল রামানুজ বৈষ্ণবদের আখড়াস্থল। এই রামানুজ বৈষ্ণবদের অন্য একটি শাখা ছিল মহিষাদলের পাশে নন্দীগ্রামের কালীচরণপুরে। সেখান থেকেই তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ হয় রাজ পরিবারের। নন্দীগ্রামের রামানুজ সম্প্রদায়ের মানুষদের দানধ্যান করত রাজ পরিবার। তাঁদের আচারবিধিতে আকৃষ্ট রানী জানকি রামানুজ বৈষ্ণব ঘরানাতে মহিষাদলে গোপাল জিউয়ের মন্দিরেও চালু করেন ঝুলন উৎসব। ইতিহাসবিদদের দাবি, ১৭৭৮ সালে এই গোপাল জিউ মন্দির তৈরির পরই শুরু হয় ঝুলন উৎসব। প্রথম এই ঝুলন উৎসব পরিচালনায় নন্দীগ্রাম থেকে এসেছিলেন রামানুজ ব্রাহ্মণ ইচ্ছারাম মিশ্র। পরে তিনি রাজবাড়ির গোপাল জিউ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত হন। সোমবার থেকে শুরু হয়েছে ঝুলন উৎসব। মূল মন্দির থেকে গোপাল ও রাধাকে বাইরে ঝুলন বেদিতে এনে দোল খাওয়ানোর সঙ্গে চলছে স্তোত্রপাঠ। খোল-করতালের মিঠে শব্দে তৈরি হচ্ছে আধ্যাত্মিক পরিবেশের। রাজবাড়ির সদস্য রুদ্রপ্রসাদ গর্গ বলেন, প্রাচীন রীতি মেনেই এখনও পালন করি ঝুলন। প্রতি বছর স্থানীয়দের মধ্যে উৎসবকে ঘিরে প্রচুর উদ্দীপনা থাকে।

১০
৭ অগাস্ট ২০২৫
বৃহস্পতিবার

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

7 August, 2025 • Thursday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

কোচবিহারবাসী রোহিঙ্গা! গদ্দারের মন্তব্যের প্রতিবাদে ঝড় তৃণমূলের

সংবাদদাতা, কোচবিহার: গদ্দারের মন্তব্যের প্রতিবাদে গর্জে উঠল তৃণমূল। কোচবিহারের বাসিন্দাদের রহিঙ্গা বলে দেগে দেয় গদ্দার। বুধবার তৃণমূলের নেতৃত্বে জেলা জুড়ে হল প্রতিবাদ। মন্ত্রী উদয়ন গুহ ও জেলাসভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের নেতৃত্বে ওই মিছিলে পা মেলালেন সাধারণ মানুষ। স্লোগান তোলেন, গদ্দার হটাও। উদয়ন গুহ বলেন, আমার নামে এফআইআর হবে। আমি অবাক হইনি। কিন্তু যাদের নামে এফআইআর হয়েছে তাদের কারোর বাড়ি দিনহাটার প্রত্যন্ত গ্রামে। যাদের নামে এফআইআর করা হয়েছে তারা প্রত্যেকেই মুসলিম নয়তো রাজবংশী। তবে শুভেন্দু অধিকারী যে বলেছিল রোহিঙ্গা আক্রমণ করেছে? এমনই প্রশ্ন তুলেছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। এদিন উদয়ন গুহ দিনহাটায় শুভেন্দু অধিকারীকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে বলেন, আমার নামে এফ আই আর হয়েছে, আমি অবাক হইনি। কারণ শুভেন্দু অধিকারী প্রথম থেকেই বলেছে সে নাকি খুন হয়েছে! অথচ তার গায়ে কোনও আঁচড় লাগেনি। ৪১ জনের নামে এফ আই আর হয়েছে। তাতে এক নম্বরে আমার নাম, এফআইআর হওয়ারই ছিল হয়েছে। যাদের নামে এফআই আর হয়েছে তাদের কারোর বাড়ি দিনহাটার কালমাটি কারোর বাড়ি শালমারা কারোর বাড়ির নাজিরহাটে। উদয়ন গুহর আরও দাবি, শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, রোহিঙ্গাদের সঙ্গে নিয়ে আমি হামলা করেছি। তবে এফআইআরে রোহিঙ্গাদের কারোর নাম নেই কেন? এফআইআরে নাম দেওয়া হয়েছে নস্য শেখ ও রাজবংশীদের। এফআইআরে কারও নামের পাশে বিজেপি লিখতে পারেনি— এই ব্যক্তি রোহিঙ্গা বা বাংলাদেশি বলে। তার মানে শুভেন্দু অধিকারী মিথ্যাচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন নয়তো তাঁর মানসিক সমস্যা রয়েছে। এদিন উদয়ন গুহ বিজেপির বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়াতে ছবি পোস্ট করে সরব হন। ২০২১ সালে বিজেপি তাঁর ওপরে হামলা করেছিল। হামলার পর আহত হওয়ার ছবি পোস্ট করে উদয়ন গুহ দাবি করেন— কেন সেই বিজেপির অভিযুক্তরা এখনও অধরা। জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, কোচবিহারবাসীকে রোহিঙ্গা বলে বিজেপি অপমান করেছে। এর প্রতিবাদে এই মিছিল হয়েছে।

■ মিছিলের নেতৃত্বে উদয়ন গুহ, অভিজিৎ দে ভৌমিক প্রমুখ।

■ অবস্থান মঞ্চে গৌতম দেব-সহ নেতৃত্ব।

বিজেপিকে বাংলা ছাড়া করার শপথ অবস্থান মঞ্চে

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: বিজেপির রাজ্যে অত্যাচারিত বাংলার শ্রমিকেরা। বিজেপির বাংলা বিদ্বেষের প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্য জুড়ে চলছে অবস্থান, প্রতিবাদ। বুধবার শিলিগুড়িতে প্রতিবাদ মঞ্চ থেকে বিজেপিকে বাংলা ছাড়া করার শপথ নিলেন নেতৃত্বে। দার্জিলিং জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস (সমতল)-এর উদ্যোগে এই অবস্থানে ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, দার্জিলিং জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি জয়ব্রত মুকুটি, এসজেডিএর চেয়ারম্যান দিলীপ দুগ্গার, এসজেডিএর ভাইস চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী-সহ তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক কর্মী-সমর্থক। এদিন মঞ্চ থেকে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন যুব নেতা জয়ব্রত মুকুটি। তিনি বলেন এই অপদার্থ বিজেপি সরকার বিজেপি-শাসিত রাজ্যে যেভাবে বাঙালিদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে তার জবাব মানুষ দেবে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার মানুষ তার অস্মিতা রক্ষা করবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আরও শক্তিশালী করে তুলতে সাহায্য করবে। এই ভাষা আন্দোলনের ঢেউ ইতিহাস সৃষ্টি করবে বলে আশাবাদী গৌতম দেব।

হিন্দিতে ঠিকানা বলতে না পারায় আটক বাংলার শ্রমিক

■ শ্রমিকের স্ত্রী লিপি বর্মনের সঙ্গে পরিবারের সদস্যরা।

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : হিন্দিতে ঠিকানা বলতে না পারায় দক্ষিণ দিনাজপুরের শ্রমিককে তিনমাস ধরে আটকে রেখেছে মুম্বইয়ের পুলিশ। দক্ষিণ দিনাজপুরের পতিরামের ওই শ্রমিকের নাম অসিত সরকার (৫৪)। পরিবার সূত্রে জানা যায়, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি কাজের খোঁজে অসিত সরকার তাঁর দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে মুম্বইয়ের ভিমান্ডি সোনালি এলাকায় পাড়ি দেন। সেখানে একটি সোনার ও সিটি গোল্ড অলঙ্কার প্রস্তুতকারক সংস্থায় রঙের কাজ করতেন তাঁরা। কিন্তু হঠাৎই গত ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে নারপলি থানার পুলিশ বাংলাদেশি সন্দেহে অসিত সরকার-সহ মোট সাতজনকে আটক করে। পুলিশের দাবি ছিল, তাদের নাগরিকত্ব নিশ্চিত করতে নথিপত্র প্রয়োজন। বাকি ছয়জন নথিপত্র দেখিয়ে ছাড়া পেলেও, অসিতবাবু হিন্দিতে সঠিকভাবে নিজের ঠিকানা বলতে না পারায় তাঁকে সন্দেহভাজন বাংলাদেশি হিসেবে আদালতে তোলা হয় এবং সেখান থেকে তিনি জেল হেফাজতে চলে যান। প্রায় তিন মাস পার হলেও অসিতবাবুর সঙ্গে তাঁর পরিবারের কারও দেখা করার অনুমতি মিলছে না। পরিবারের অভিযোগ, তাঁকে বাংলাদেশি অপবাদ দিয়ে ভুলভাবে ফাঁসানো হয়েছে। এদিকে তাঁর এক ছেলে ভয়ে মুম্বই থেকে ফিরে এসেছেন। যদিও বড় ছেলে এখনও সেখানে রয়েছেন এবং কাজ করছেন। পরিবারটির পাশে দাঁড়িয়েছে প্রশাসন। দ্রুত ওই শ্রমিকে ফেরানো ব্যবস্থা করা হবে বলেও পরিবারটিকে আশ্বস্ত করা হয়েছে।

আহত ৭ শ্রমিক

সংবাদদাতা, দার্জিলিং : পিকআপ ভ্যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত চা-বাগানের সাত শ্রমিক। বুধবার গয়াবাড়ির ঘটনা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মিরিক থানার পুলিশ। আহত শ্রমিকদের উদ্ধার করে সুকনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কীভাবে ঘটল দুর্ঘটনা? এদিন শ্রমিকবোঝাই পিকআপ ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। ছিটকে পড়েন শ্রমিকেরা। গুরুতর আহত শ্রমিকরা ওই পিকআপ ভানের নিচে চাপা পড়ে যান। তবে পুলিশ ও স্থানীয়রা দ্রুত পৌঁছে উদ্ধার শুরু করেন। ফলে বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। শ্রমিকদের উদ্ধার করে তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বিদ্যুৎ দফতরের তৎপরতায়

প্রতিবেদন: প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় হাইটেনশন বৈদ্যুতিক খুঁটি। পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ায়। যার প্রভাব পড়ে ৬৫টি সরবরাহকারী ট্রান্সফরমারে। সাময়িকভাবে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সমস্যায় পড়েন প্রায় ১০ হাজার মানুষ। তবে বিদ্যুৎ দফতরের তৎপরতায় দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। বুধবার দুপুর ২টোর মধ্যেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায়।

পরকীয়ার জেরে স্বামীকে খুন

সংবাদদাতা, ডেবরা : ক'দিন আগে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা ব্লকের সিমানা সুভদ্রাপাট এলাকায় একই পরিবারের ৫ জনকে খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে প্রাণে মারার চেষ্টা করে গৃহবধূ রুমা নায়েক দলুই। ৪ জন বেঁচে গেলেও মারা যান স্বামী বুদ্ধদেব দলুই। আর তারপরেই পরিবারের লোকজনের অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতে গৃহবধূ ও মৃতের পিসতুতো দাদাকে গ্রেফতার করে ডেবরা থানার পুলিশ। বুধবার দুপুরে ধৃতদের মেদিনীপুর আদালতে তোলে পুলিশ। বুদ্ধদেবের স্ত্রী পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে পিসির ছেলে সঞ্জয় দলুইয়ের সঙ্গে। এর পর দুজনে পরিবারের সকলকে খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে মারার চেষ্টা করে। সকলকেই নিয়ে যাওয়া হয় ডেবরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। সেখানে চারজন সুস্থ হয়ে উঠলেও গুরুতর অসুস্থ বুদ্ধদেব ওড়িশায় চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় মঙ্গলবার। রুমা ও সঞ্জয় গ্রেফতার হয়েছে।

রাজ্যের উদ্যোগ, ৩ কোটি ব্যয়ে ইংরেজিমাধ্যম স্কুল

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : ক্রান্তিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের উদ্যোগে গড়ে উঠছে একটি আধুনিক ইংরেজিমাধ্যম বিদ্যালয়। ২০২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর প্রায় তিন কোটি এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিদ্যালয়টির শিলান্যাস করা হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়টির নির্মাণকাজ চলছে। এই প্রসঙ্গে ক্রান্তি ব্লক তৃণমূল সভাপতি মহাদেব রায় বলেন, এই ইংরেজিমাধ্যম বিদ্যালয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূরদৃষ্টি ও শিক্ষা-সহানুভূতির বাস্তব উদাহরণ। এলাকার বহু দরিদ্র পরিবার যাঁদের সন্তানদের উন্নত শিক্ষার সুযোগ ছিল না, তাঁরা এই বিদ্যালয় থেকে ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন। এছাড়া জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি মিজানুর রহমান বলেন, সংখ্যালঘু উন্নয়নের নামে শুধু কথার ফুলঝুরি নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাস্তবে কাজ করছেন। এই বিদ্যালয় তারই প্রমাণ। ধর্ম, জাতি নয়, শিক্ষাই হোক পরিচয়, এই নীতিতে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্য সরকার কাজ করছে। আমরা সংখ্যালঘু সমাজের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। স্থানীয় বাসিন্দারাও এই প্রকল্পে অত্যন্ত খুশি। তাঁরা জানান, এতদিন ইংরেজিমাধ্যমে পড়ার জন্য তাদের সন্তানদের দূরবর্তী এলাকায় পাঠাতে হত অথবা বেসরকারি স্কুলে উচ্চব্যয়ে ভর্তি করাতে হত। সরকারি উদ্যোগে এই বিদ্যালয় তৈরি হলে শিক্ষার সুযোগ যেমন বাড়বে, তেমনি অভিভাবকদের অর্থনৈতিক চাপও কমবে। বিদ্যালয়টির নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে এটি মালবাজার ব্লকের একটি মডেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে, যা এলাকার সার্বিক উন্নয়নের পথে এক মাইলফলক হয়ে উঠবে।

■ কাজ পরিদর্শনে আধিকারিকরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিজেপির মধ্যপ্রদেশে গণধর্ষণ এক দলিত মহিলাকে। মঙ্গলবার রাতে সিধি জেলায় জঙ্গলে টেনে নিয়ে গিয়ে ওই আদিবাসী মহিলাকে ধর্ষণ করে ৫ যুবক। কেউ গ্রেফতার হয়নি

বড় পর্দা থেকে পার্টির বড় পদে

বাংলা চলচ্চিত্রজগতের একসময়ের প্রথম সারির নায়িকা। সময়ের হাত ধরে গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ড থেকে রাজনীতির জগতে এসে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছেন বাংলার আমজনতার সঙ্গে। তারই স্বীকৃতি হিসেবে এবার পেলেন তৃণমূলের লোকসভার ডেপুটি লিডারের গুরুদায়িত্ব। সেই উত্তরণের অনুভূতির কথা 'জাগোবাংলা'কে শোনালেন **শতাব্দী রায়**। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **সুদেষ্ণা ঘোষাল**

■ প্রশ্ন : সিনেমা জগৎ থেকে সংসদীয় দলে গুরুদায়িত্ব, সুদীর্ঘ যাত্রাপথ, দল লোকসভার ডেপুটি লিডারের দায়িত্ব দিয়েছে আপনার অনুভূতি—

» **শতাব্দী :** আমি কৃতজ্ঞ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। ধন্যবাদ লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। শীর্ষ নেতৃত্ব আমার উপরে আস্থা এবং ভরসা রেখেছেন। রাজনীতি টিম ওয়ার্ক। একার পক্ষে করা যায় না।

■ লোকসভায় সতীর্থ সাংসদদের জন্য কোনও বার্তা?

» রাজনীতিতে সর্বোপরি 'আমি' নয় 'আমরা' এই ভাবনা নিয়ে চলতে হবে। কাজ করতে হবে। দলের সুনাম রক্ষায় সমস্ত সাংসদকে সম্মিলিত হয়ে কাজ করতে হবে। অভাব-অভিযোগ থাকবে, কিন্তু আলোচনার মাধ্যমে মেটাতে হবে। তবেই দল সমৃদ্ধ হবে।

■ সিনেমা জগৎ থেকে রাজনীতির ময়দান, অনেক ঝড়-ঝাপটা সামাল দিয়েছেন কীভাবে?

» প্রথমদিকে গ্ল্যামার জগৎ থেকে মাঠে ময়দানে মানুষের মধ্যে গিয়ে কাজ করতে, খাপ খাওয়াতে অসুবিধে হত। কিন্তু বীরভূমবাসীকে যেদিন থেকে আপন করে নিয়েছি, তাঁরাও আমায় কাছে টেনে নিয়েছে। ভাবনা বদলে গেছে দ্রুত। রাজনীতিতে যোগ দিয়ে একান্ত মনে একশো শতাংশ নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছি। এই বিশ্বাস নিয়ে কাজ করেই সাফল্য এসেছে। তার ফল পেয়েছি।

■ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংসদদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকের পরে নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন, নেত্রী কোনও বিশেষ উপদেশ অথবা নির্দেশ দিয়েছেন?

» মুখ্যমন্ত্রী কোনও নির্দেশ দেননি। তবে অভিষেকের সঙ্গে ফোনে কথা হয়। এরপর অভিষেক, কাকলিদি এবং আমি তিনজনে আলোচনায় বসি। লোকসভায় স্ট্রাটেজি ঠিক করা হয়। এটা টিম ওয়ার্ক। কারণ আলোচনা ছাড়া কোনওকিছুই সম্ভব নয়। অভিষেক আমাদের দলনেতা। রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, বুদ্ধি, দূরদৃষ্টি লোকসভায় দলের পজিটিভ ভাইব্রেন্ট তৈরি করবে বলে আমরা নিশ্চিত।

■ লোকসভার ডেপুটি লিডার হওয়ার পর বীরভূমের উন্নয়ন নিয়ে কোনও বিশেষ কাজ করার পরিকল্পনা?

» বীরভূমে তারাপীঠের কালীমন্দির, একান্ন পীঠের রেপ্লিকা গড়ার স্বপ্ন মুখ্যমন্ত্রীর। পর্যটকদের জন্য অবশ্যই তা খুব আকর্ষণীয় স্থান হয়ে উঠবে। এই কাজ বাস্তবায়িত করতে হবে। উন্নয়নের পাশাপাশি আর্থিক সমৃদ্ধি পাবেন বীরভূমের মানুষ।

■ বীরভূমের উন্নয়নে প্রথম কীভাবে কাজ করেছেন?

» রামপুরহাট প্রথম জিতে ছ-ফুকো রেল প্রকল্প দিদির জন্যই সম্ভব হয়েছে। তাঁর সহযোগিতায় এই রেলপ্রকল্প হয়েছে। তারপর রাজনৈতিক জীবনে পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

সিনেমা জগতের গ্ল্যামার মানুষের কাছে পৌঁছতে বাড়তি সুযোগ করে দিয়েছে।

হড়পা বান আছড়ে পড়ল হিমাচলেও

পথে রাত কাটাচ্ছেন পর্যটকেরা, উদ্ধার জিপলাইনে

প্রতিবেদন : এবারে হড়পা বানের তাণ্ডব হিমাচল প্রদেশে। বিপর্যস্ত জনজীবন এবং পর্যটনশিল্প। মঙ্গলবার থেকে পরপর ভূমিধসে বন্ধ হয়ে গিয়েছে চণ্ডীগড়-মানালি জাতীয় সড়ক সহ বহু রাস্তা। পথে আটকে পড়েছেন বহু পর্যটক। খাবার নেই, পানীয় জলও নেই। গাড়িতে রাত কাটাতে হচ্ছে তাঁদের। একই অবস্থা তীর্থযাত্রীদের। উদ্ধারে নেমেছে ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ। জিপলাইনের মাধ্যমে ৪১৩ জন তীর্থযাত্রীকে উদ্ধার করা হয়েছে।

উত্তর কাশীর পর এবার হিমাচল প্রদেশেও হড়পা বানে রীতিমতো বিধ্বস্ত কিন্নৌর জেলা। অতি-ভারী বৃষ্টি ও ভূমিধসে কিন্নৌর জেলার নিগুলসারির কাছে ৩৫ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্নৌরের টাঙ্গলিগ নালার উপর একটি সাঁকো সম্পূর্ণভাবে ভেঙে গিয়েছে। শিমলায় চাক্কি মোড়ে ধস নেমে চণ্ডীগড়-শিমলা জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়েছে। হিমাচল প্রদেশের কিন্নৌর কৈলাস ট্রেক থেকে ৪০০ জনেরও বেশি তীর্থযাত্রীকে উদ্ধার করা হয়েছে। ট্রেক রুটের দুটি অস্থায়ী সেতু ভেসে যাওয়ার পর, বেশ কয়েকজন পর্যটক সেখানে আটকা পড়েন বলে খবর। এনডিআরএফ-এর সাথে যৌথ উদ্যোগে ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ (আইটিবিপি) গোটা উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করছে। বুধবার সকালে, কিন্নৌর জেলা প্রশাসন ট্রেক রুটে আটকে পড়া তীর্থযাত্রীদের বিষয়ে খবর পায়। এরপরেই তারা আইটিবিপিকে সতর্ক করে। সেই অনুযায়ী, একটি উদ্ধারকারী দল মোতায়েন করা হয়।

উত্তরকাশীতে বাড়ল মৃতের সংখ্যা

হিমবাহ অতিক্রম এবং উদ্ধার অভিযান পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, যেমন পর্বতারোহণ বুট, ক্র্যাম্পন, বরফের কুঠার, দড়ি, হারনেস এবং ক্রাভাস উদ্ধার সরঞ্জাম পাঠানো হয়।

হিমালয় পার্বত্য এলাকায় একনাগাড়ে মেঘভাঙা বৃষ্টি চলছে। যার ফলে ধস নেমে এবং হড়পা বানে বহু এলাকার জনজীবন একপ্রকার বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। কোনও কোনও জায়গায় ঘণ্টায় ১০০ মিমি বৃষ্টি হচ্ছে। সুকেতি নদীর জল ফুলে ফেঁপে মান্ডির অধিকাংশ ঘরে ঢুকে পড়েছে এবং বেশ কিছু হাইওয়ে এই মুহূর্তে জলের তলায়। অতি-বৃষ্টিতে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে রয়েছে মান্ডি। কিন্নৌরে আরও ধস ও হড়পা বানের আশঙ্কায় বুধবার কিন্নৌর-কৈলাস যাত্রা আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে প্রশাসনের তরফে।

বাঙালি মনীষীদের ছবি হাতে সংসদ ভবনের বাইরে বিক্ষোভ তৃণমূলের

প্রতিবেদন : বাংলার অবমাননার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়ল তৃণমূল। বাংলা ভাষা ও বাঙালিকে অপমান বরদাস্ত নয়, বঙ্গের মনীষীদের ছবি হাতে সংসদ ভবনের মকর দ্বারের বাইরে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ করল তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়দের মতো বরেণ্য মনীষীদের ছবি-পোস্টার হাতে নিয়ে বাংলা-বিরোধী বিজেপির সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন তৃণমূলের লোকসভা ও রাজ্যসভার সাংসদরা। উপস্থিত ছিলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার, মহুয়া মৈত্র, সাগরিকা ঘোষ, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, জুন মালিয়া, সায়নী ঘোষ, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়েরা। সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার আগেই বলেছিলেন, বাংলা ভাষাকে অপমান মানে জাতীয় সংগীতকে অপমান। এটা রাষ্ট্রদ্রোহের শামিল। বিজেপি নেতা অমিত মালব্যের মন্তব্যের প্রতিবাদে এবার সংসদে নোটিশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঘাসফুল শিবির। পদ্ম নেতৃত্বের ক্রমাগত বাংলাকে অপমানের প্রতিবাদে বুধবার সকাল দশটা পনেরো মিনিট থেকে সংসদ ভবনের বাইরে তৃণমূলের বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু হয়। কাকলি জানান, বিজেপির উচিত অবিলম্বে অমিত মালব্যকে বহিষ্কার করা বা তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ দায়ের করা। 'বাংলা ভাষা নয়' বলে উনি তো আমাদের জাতীয় সংগীতকে অপমান করেছেন! আমরা চুপ করে বসে থাকব না। এদিকে সংসদের ঝড় তোলে তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বিরোধী জোট। এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবিতে ওয়েলে নেমে স্লোগান দেন তৃণমূল সাংসদেরা। দু'দফায় মুলতবি হয়ে যায় লোকসভা এবং রাজ্যসভা। ইন্ডিয়া ব্লকের পক্ষ থেকে লোকসভার অধ্যক্ষকে চিঠি দিয়ে দাবি জানানো হয়, গুরুত্বপূর্ণ বিল হইচইয়ের মধ্যে দিয়ে পাশ করিয়ে নেবেন না।

বাংলার প্রতি রেলের বঞ্চনা

ফাঁস হল অভিষেকের প্রশ্নে

প্রতিবেদন : রেলের উন্নয়নের প্রশ্নে বাংলা কী ভয়াবহ বঞ্চনা এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার তা আবার প্রমাণিত হয়ে গেল লোকসভায় রেলমন্ত্রীর দেওয়া তথ্যেই। তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত প্রশ্নের উত্তরে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব যে তথ্য এবং পরিসংখ্যান দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে অমৃত ভারত স্টেশন যোজনার প্রথম পর্বে গোটা দেশে যে ১০৫টি স্টেশনের কাজ শেষ হয়েছে, তার মধ্যে বাংলার রয়েছে শুধুমাত্র একটি স্টেশন, পানাগড়। তালিকার সিংহভাগই দখল করে রয়েছে মোদিরাজ্য গুজরাত, যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশ এবং ওড়িশার মতো বিভিন্ন বিজেপি-শাসিত বিভিন্ন রাজ্য। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভায় রেলমন্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, অমৃত ভারত স্টেশন যোজনার শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যের কতগুলি স্টেশনকে এর আওতায় এনে পরিকল্পনা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং কতগুলি স্টেশনে কাজ শেষ করে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হয়েছে। রাজ্য এবং বছরভিত্তিক তালিকা প্রকাশ করার দাবি জানিয়েছিলেন তিনি। সেইসঙ্গে চেয়েছিলেন বিস্তারিত হিসাবও। অভিষেকের প্রশ্নে স্বাভাবিকভাবেই গভীর অস্বস্তিতে পড়ে যান রেলমন্ত্রী। তাঁর দেওয়া তথ্যেই ধরা পড়ে যায় মোদি সরকার এবং বিজেপি কীভাবে শুধুমাত্র নিজেদের শাসিত রাজ্যগুলোতেই রেলের উন্নয়নে ব্যস্ত। বেআব্রু হয়ে পড়ে বাংলার প্রতি নির্লজ্জ বঞ্চনার ছবিটা। রেলমন্ত্রীর তথ্যই বলছে, অমৃত ভারত প্রকল্পে উন্নয়নের জন্য এখনও পর্যন্ত মোট ১৩৩৭টি স্টেশনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁর দাবি, প্রথম পর্যায়ে এখনও পর্যন্ত কাজ শেষ হয়েছে ১০৫টির। এই তালিকায় নাম রয়েছে বাংলার একটিমাত্র স্টেশন পানাগড়ের।

ইডি অফিসারের সিদ্ধান্তে বিতর্ক

প্রতিবেদন : ইডির জয়েন্ট ডিরেক্টর কপিল রাজ আচমকা চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে যোগ দিলেন রিলায়েন্স ইন্ড্রাস্ট্রিতে। এই কপিল রাজই দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে দুর্নীতির মামলায় গ্রেফতার করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে ছিলেন। ১৭ জুলাই আচমকাই চাকরিতে ইস্তফা দেন ২০০৯ ব্যাচের আইআরএস অফিসার কপিল। তাঁর এই ইস্তফাকে কেন্দ্র করে দেখা দিয়েছে গভীর রহস্য।

বিশ্ববাজারে আর্থিক অস্থিরতা ও শুল্ক নিয়ে ট্রাম্পের হুমকির মধ্যেই ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রেপো রেট ৫.৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে

সরকারি প্রকল্পে মুখ্যমন্ত্রীর নাম ব্যবহারে আপত্তি নেই: সুপ্রিম কোর্ট

স্ট্যালিনের মামলার পরিপ্রেক্ষিতে রায়

প্রতিবেদন : সরকারি প্রকল্পে মুখ্যমন্ত্রীর নাম ব্যবহার ইস্যুতে তাৎপর্যপূর্ণ রায় দিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। প্রাসঙ্গিকভাবেই এই রায় সব রাজ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তামিলনাড়ু সরকারের তরফে করা একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, রাজ্যের সরকারি প্রকল্পে মুখ্যমন্ত্রীর নাম ব্যবহারে কোনও আপত্তি নেই। এক্ষেত্রে মাদ্রাজ হাইকোর্টের নির্দেশ খারিজ করে দিয়ে একথা জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এমকে স্ট্যালিনের নেতৃত্বাধীন ডিএমকে সরকারের একটি প্রকল্পের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন রাজ্যের বিরোধী দল এআইএডিএমকে সাংসদ সিভে সন্মুগম। হাইকোর্টের রায় খারিজের পাশাপাশি মামলাকারী সাংসদের ১০ লক্ষ টাকা জরিমানাও করেছে সুপ্রিম কোর্ট। কড়া ভাষায় শীর্ষ আদালত বলেছে, রাজনীতির লড়াই নির্বাচনের ময়দানে লড়া উচিত। আদালতকে রাজনৈতিক লড়াইয়ের ময়দান হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়।

সম্প্রতি তামিলনাড়ুতে 'উঙ্গালুদান স্ট্যালিন' (আপনাদের স্ট্যালিন) নামে একটি জনমুখী প্রকল্প চালু হয়। ওই প্রকল্পে কেন মুখ্যমন্ত্রীর নাম ব্যবহার করা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রথমে মাদ্রাজ হাইকোর্টে মামলা করেন রাজ্যের বিরোধী সাংসদ। হাইকোর্ট অন্তর্বর্তী নির্দেশে জানিয়েছিল, বর্তমান এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীদের নাম এবং ছবি কোনও সরকারি প্রকল্পে ব্যবহার করা যাবে না। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে তামিলনাড়ু সরকার। আর তাতেই শীর্ষ আদালতের রায়, সরকারি প্রকল্পে মুখ্যমন্ত্রীর নাম ব্যবহার চলতেই পারে। এতে আদালতের কোনও আপত্তি থাকতে পারে না।

বিহারের ভোটার তালিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্প!

এসআইআর সার্কাস নিয়ে কটাক্ষ

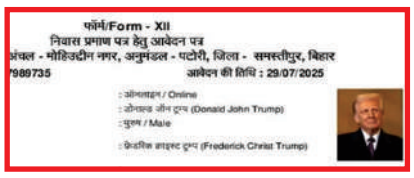

প্রতিবেদন : ভোটার তালিকা তৈরির নামে স্বেচ্ছাচারিতা চালাচ্ছে কেন্দ্রের মোদি সরকার। পরোক্ষ দোসর নির্বাচন কমিশন। বিহারের এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে যে অস্বচ্ছতার অভিযোগ তুলছে বিরোধীরা, তার নানা নজির প্রকাশ্যে আসছে। এবার এই সংশোধনীর জেরে বিহারের সমস্তিপুর জেলার বাসিন্দা হয়ে গেলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প! কমিশনের চাওয়া নথি জমা পড়ার পরে এর আগেও বিভিন্ন জাল বাসস্থানের শংসাপত্র সামনে এসেছে। এবার সেই কারচুপিতে যেভাবে ডোনাল্ড ট্রাম্প বিহারের বাসিন্দা হয়ে গেলেন তাতে এসআইআর প্রক্রিয়াকে সার্কাস বলে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

এর আগে বাসস্থানের শংসাপত্রে ছবি ছিল কুকুর ও ট্রাক্টরের। এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন এই ধরনের নথি বাসস্থানের প্রামাণ্য হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে বিহারে। যা দেখিয়ে কমিশনের কার্যকারিতা নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সবকিছুকে ছাপিয়ে দেখা গেল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাসস্থানের শংসাপত্র জমা পড়তে। একেবারে ট্রাম্পের ছবি দিয়ে তৈরি। তাতে ঠিকানা রয়েছে বিহারের সমস্তিপুরের। তিনি নাকি ভোটার কার্ড বানানোর জন্য এই বাসস্থানের শংসাপত্রের আবেদন করেছেন। গোটা বিষয়টি সামনে আসতে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে তোপ দেগেছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। কমিশনের ছেলেখেলা তুলে ধরে মহুয়া দাবি করেন, নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী ভোটার তালিকা সংশোধন করে ৬৫ লক্ষ মানুষের নাম বাদ দিয়েছে। তার মধ্যে প্রতিদিনই এক-একটি উদ্ভট উদাহরণ উঠে আসছে বিহার থেকে। এরপরেও এই এসআইআর প্রক্রিয়াকে কমিশন কীভাবে নিবিড় ও নির্ভুল বলে দাবি করতে পারে? সমস্তিপুর জেলা থেকে ভোটার তালিকায় নাম তোলার অনলাইন আবেদন উল্লেখ করে মহুয়ার কটাক্ষ, সমস্তিপুর থেকে অনলাইনে এসআইআর-এ আবেদন করা হয়েছে ডোনাল্ট ট্রাম্পের নামে। যেখানে ছবিও ব্যবহার করা হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের। এগুলো উদাহরণমাত্র। এভাবেই নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধনীর নামে সার্কাস চালাচ্ছে খোদ নির্বাচন কমিশন।

'ক্ষমার অযোগ্য ভুল'

ভার্মাকাণ্ডের পর হাইকোর্টের আরেক বিচারপতিকে তোপ

প্রতিবেদন : দুর্নীতি ইস্যুতে ইম্পিচমেন্টের মুখে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত ভার্মা। এরমধ্যেই হাইকোর্টের আরও এক বিচারপতিকে নিয়ে প্রশ্ন তুলল খোদ সুপ্রিম কোর্ট। হাইকোর্টের এক বিচারপতির যোগ্যতা নিয়েই সংশয় প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষ আদালত। ঘটনাচক্রে, তিনিও এলাহাবাদ হাইকোর্টেরই বিচারপতি। বাকি কর্মজীবনে ওই বিচারপতিকে আর কোনও ফৌজদারি মামলা শুনতে দেওয়া যাবে না বলে নজিরবিহীন নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এমন কড়া নির্দেশ এর আগে কখনও হয়নি।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি প্রশান্ত কুমার সম্প্রতি এক দেওয়ানি মামলায় ফৌজদারি প্রক্রিয়া শুরু করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল, দেওয়ানি মামলার ফয়সালা হতে দীর্ঘ সময় লাগে। তার চেয়ে দ্রুত নিষ্পত্তি করা যায় সেজন্য ফৌজদারি প্রক্রিয়া শুরু করা হোক। হাইকোর্টের বিচারপতির এমন আজব, বেআইনি সিদ্ধান্তে বিস্মিত সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি আর মহাদেবনের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, হাইকোর্টের বিচারপতির ওই নির্দেশ তাঁদের দেখা সবচেয়ে খারাপ এবং ভুল নির্দেশের মধ্যে একটি। হাইকোর্টের এই বিচারপতির ফৌজদারি মামলা শোনার যোগ্যতা আদৌ রয়েছে কিনা, তা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। শেষপর্যন্ত শীর্ষ আদালতের নির্দেশ, যতদিন বিচারপতি কুমার কর্মরত থাকবেন, তাঁকে কোনও দিন কোনও ফৌজদারি মামলা দেওয়া যাবে না। তিনি ডিভিশন বেঞ্চে বসলে তখনও তাঁর সঙ্গে হাইকোর্টের কোনও অভিজ্ঞ বিচারপতিকেই রাখতে হবে।

হাইকোর্টের এই বিচারপতির ভূমিকায় অসন্তুষ্ট সুপ্রিম কোর্ট বলে, তিনি শুধু আত্মমর্যাদাই নষ্ট করেননি, বিচারব্যবস্থাকেও হাস্যাস্পদ করে তুলেছেন।

৫০% শুল্কের ঘোষণা

প্রতিবেদন : ভারত তাঁর কথা না শুনে রাশিয়া থেকে তেল কেনা অব্যাহত রেখেছে। এই ক্ষোভে ধাপে ধাপে শুল্ক বৃদ্ধির ঘোষণা করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। হুমকি দিয়েছিলেন ভারতকে 'জরিমানা' দিতে হবে। বুধবার হোয়াইট হাউস থেকে সেই 'জরিমানা'র অঙ্কও জানিয়ে দিল ট্রাম্প প্রশাসন। ভারতের উপর আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করল আমেরিকা। এবার মোট শুল্কের পরিমাণ দাঁড়াল ৫০ শতাংশ। এদিকে, এই সিদ্ধান্তে ক্ষোভ জানিয়ে বিদেশমন্ত্রক একে অন্যায্য এবং অযৌক্তিক বলে উল্লেখ করেছে।

হিরোশিমায় মার্কিন পরমাণু বোমা কি পার্ল হারবার আক্রমণের প্রতিশোধ? ইতিহাস এখনও রহস্যময়

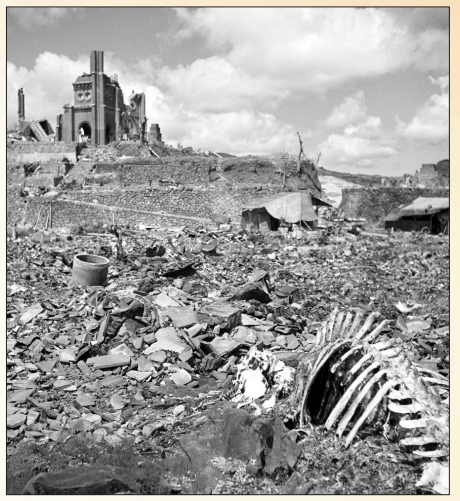

প্রতিবেদন : খুনের বদলা খুন। চলতি প্রবাদের এই ধরনই দেখা গিয়েছিল বিশ্ব কূটনীতিতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বনাম জাপানের শত্রুতায়। আর সেই বিষাক্ত দর্শনের জেরে ১৯৪১-এর পার্ল হারবার হত্যাকাণ্ডের বদলাই কি ১৯৪৫-এর হিরোশিমা? চর্চা অবশ্যম্ভাবী। উত্তর অজানা। হিরোশিমা দিবসে সেই রহস্যময় প্রতিশোধের পর্ব নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি মানুষের তৈরি পারমাণবিক বোমায় আর যাতে মানবসভ্যতা ধ্বংসের ছেলেখেলা না হয় তার জন্য বিশ্বব্যাপী আওয়াজ-আন্দোলন চলতেই থাকবে শান্তিকামী বিশ্ববাসীর। এক লহমায় মানবসভ্যতা ধ্বংসের ক্ষমতা আছে যে পারমাণবিক বোমার তা যেন মনুষ্য-দানবের হাতে না পড়ে, এটাই হিরোশিমা দিবসের শপথ জাপান ও বিশ্ব জুড়ে।

১৯৪১-এর পার্ল হারবার হত্যাকাণ্ড

আজও সারা বিশ্বের মানুষ জাপানের পার্ল হারবার আক্রমণকে স্মরণ করে, যা ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির মধ্যে একটি। ১৯৪১-এর ৭ ডিসেম্বর হাওয়াই দ্বীপে মার্কিন নৌঘাঁটিতে আকস্মিক হামলা চালায় জাপানের নৌবাহিনী। বিমান ও সমুদ্রপথে চলে হামলা। বলা হয়, এই হামলা ছিল জাপানের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের কুৎসিত নমুনা। জাপান চেয়েছিল মার্কিন নৌবাহিনীকে দুর্বল করতে। পার্ল হারবারে জাপানি আক্রমণে ২৪০০ মার্কিন নাগরিক নিহত ও হাজারের উপর মানুষ আহত হন। এই হামলার পরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয় এবং ইতিহাসের গতিমুখ ঘুরিয়ে দিয়ে অক্ষশক্তিকে ব্যর্থ হতে সাহায্য করে।

১৯৪৫-এর হিরোশিমায় মার্কিন প্রতিশোধের হাতিয়ার পরমাণু বোমা

১৯৪৫-এর ৬ আগস্ট। ৮০ বছর আগের সেই কালো অধ্যায় প্রত্যক্ষ করে অপরাধবোধে শিউরে উঠেছিলেন ম্যানহাটন প্রজেক্টের মূল কারিগর 'পারমাণবিক বোমার পিতা' পদার্থবিদ রবার্ট ওপেনহেইমারও। জাপানে সেদিন এক লহমায় প্রায় ৮০ হাজার হিরোশিমাবাসী নিহত হন আমেরিকার ফেলা পরমাণু বোমায়। তেজস্ক্রিয় বিকিরণ কয়েক প্রজন্মের মানুষকে পঙ্গু বানিয়ে দিয়েছিল। একই কাণ্ড আমেরিকা ঘটায় দিনকয়েক পর নাগাসাকিতেও। মানবসভ্যতার অস্তিত্বকে সংশয়ের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল হিরোশিমা-নাগাসাকি। আজকের বিশ্বে ইউক্রেন-গাজার পরিস্থিতি ও আরও নানা জায়গায় যুদ্ধবাজদের আস্ফালন দেখে সংশয় জাগে, মানুষ নিজেই কি নিজের সভ্যতাকে অচিরে এভাবে ধ্বংস করবে? বিশ্ব কূটনীতির গোলকধাঁধায় আটকে প্রাণ যাবে আমজনতার?

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনি ব্লকের গড়মাল। জঙ্গলে ঘেরা অঞ্চলটি প্রকৃতিপ্রেমীদের বেড়ানোর আদর্শ জায়গা। বর্ষার মরশুমে ঘুরে আসতে পারেন

কাছে দূরে

বিদেশ ভ্রমণ বহু মানুষের স্বপ্ন। অনেকের সেই স্বপ্ন পূরণ হয়, অনেকের হয় না। বাধা হয়ে দাঁড়ায় মূলত পকেট। বর্তমানে দাঁড়িয়ে বিদেশ ভ্রমণ কিন্তু আর সিলেবাসের বাইরে নেই। চাইলে সহজেই কোথাও না কোথাও ঘুরে আসা যায়। নাগালের মধ্যেই রয়েছে মালয়েশিয়া। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই দেশে আছে বেশকিছু বেড়ানোর জায়গা। তার মধ্যে অন্যতম পেনাং। এশিয়ার বিখ্যাত দ্বীপ গন্তব্যের অন্যতম। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, জাঁকজমকপূর্ণ ঐতিহ্য, আন্তরিক আতিথেয়তা, প্রাচুর্যের জন্য বিখ্যাত। 'প্রাচ্যের মুক্তা' হিসেবে পরিচিত জায়গাটা পর্যটকদের জন্য একটা ওয়ান স্টপ গন্তব্য, যেখানে রয়েছে প্রচুর রেস্তোরাঁ, ক্যাফে, ডিস্কোথেক, নিশি মার্কেট, ডিপার্টমেন্টাল স্টোরস এবং অকৃত্রিম সমুদ্র সৈকত। ঝলমলে সমুদ্র সৈকতে বেড়ালে মন ভাল হয়ে যাবে। স্থানীয়ভাবে পুলাউ পিনাং নামে পরিচিত পেনাং একটা কচ্ছপাকৃতির দ্বীপ দিয়ে গঠিত। আয়তন ২৮৫ বর্গ কিলোমিটার।

ঘুরে আসুন পেনাং

মালয়েশিয়ার পেনাং। এশিয়ার বিখ্যাত দ্বীপ গন্তব্যের অন্যতম। 'প্রাচ্যের মুক্তা' হিসেবে পরিচিত। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ঐতিহ্য, আতিথেয়তা, প্রাচুর্যের জন্য বিখ্যাত। সমুদ্র-ঘেরা জায়গাটা পূরণ করতে পারে বিদেশ ভ্রমণের স্বপ্ন। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

সমুদ্র সৈকত ছাড়াও পেনাংয়ে আছে বেশকিছু দর্শনীয় স্থান। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম পেনাং রাষ্ট্রীয় যাদুঘর। এখানে চিত্রাঙ্কনের বিশাল সংগ্রহ রয়েছে। ক্যাপ্টেন রবার্ট স্মিথের দশটি মূল চিত্রাঙ্কনের আটটিই এখানে দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়াও রয়েছে বাবা নিওনিয়ার চিনা মাটির বাসন-কোসন, জুয়েলারি, পোশাক এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় মূল্যবান সামগ্রী, যেগুলির সৌন্দর্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অতুলনীয়।

রয়েছে ফোর্ট কর্নওয়ালিস এবং রাজা এডওয়ার্ড সার্কাস ক্লক টাওয়ার। ৬০ ফুট দীর্ঘ। ১৮৯৭ সালে রানি ভিক্টোরিয়ার হীরকজয়ন্তীতে নির্মিত। কাঠামো মূলত কাঠের। কামান দিয়ে ঘেরা। প্রধান কামানটির নাম সেরি রামবো।

পেনাং পাহাড় স্থানীয় লোকজন ও পর্যটকদের জন্য জনপ্রিয় মিলনস্থান। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮৩০ মিটার উঁচু। এখান থেকে জর্জ টাউনের সুন্দর চলমান দৃশ্য ও মালয় উপদ্বীপের উপকূলভূমির দৃশ্য দেখা যায়।

পেনাংয়ের উত্তর-পূর্ব অংশে ১০০ হেক্টর জমিতে রয়েছে চিত্তবিনোদন পার্ক। এখানে কয়েকটি স্বচ্ছ জলের পুল, ফুটপাথ, বিশ্রাম ঘর, শিশুদের খেলার মাঠ এবং বন জাদুঘর আছে, যেখানে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় কাঠসামগ্রী এবং সংরক্ষিত বিভিন্ন প্রজাতির পোকা রয়েছে।

উদ্ভিদ উদ্যান মালয়েশিয়ায় মাত্র একটিই রয়েছে। এর আয়তন ৩০ হেক্টর। জঙ্গলপূর্ণ পাহাড়ে ঘেরা। এখানে বিশাল ক্রান্তীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংগ্রহ রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে পেনাং ব্রিজের রেপ্লিকা, একটি পাঠাগার।

পেনাং ব্রিজ

বহু মানুষ ঘুরে দেখেন বৌদ্ধমন্দির চায়ামাংকালারাম, যা ৫ একর জায়গা জুড়ে রয়েছে। চায়ামাংকালারাম পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম হেলানো বুদ্ধমূর্তি। এখানে বুদ্ধমূর্তির পিছনে রয়েছে প্রচুর কুলুঙ্গি। ওয়াত চায়ামাংকালারামে রয়েছে মালয়েশিয়ার সর্ববৃহত প্যাগোডা, যা নয় তলা উঁচু এবং মাপে ১৬৫ ফুট। এখানকার বিভিন্ন কমপ্লেক্স জুড়ে রয়েছে রহস্যময় নাগা সর্পমূর্তি, যেগুলো স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করেছে। এখানে অবাধে প্রবেশ করা যায়। কিন্তু প্রধান মন্দিরের ভিতরে ছবি তোলার অনুমতি নেই।

পেনাংয়ের রাষ্ট্রীয় মসজিদ গ্রিনলেন উপশহরে ৪.৫ একর জুড়ে বিস্তৃত। এটা মালয়েশিয়ার সবচেয়ে জমকালো মসজিদ হিসেবে চিহ্নিত। এই মসজিদ ভ্রমণের জন্য রাষ্ট্রীয় ধর্ম-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমতির প্রয়োজন। এখানে পরিদর্শনে আসতে বিশেষ ধরনের পোশাক পরতে হয়।

এখানে আছে একটি ম্যানসন। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের স্মৃতিবাহী এবং চিনের বাইরে তিনটি টিকে যাওয়া ভবনের অন্যতম। এর প্রাচীন টাইল করা ছাদ, নুড়ি বিছানো প্রাঙ্গণ, কপিল ইটের প্রাচীর এবং স্টিলের বাঁকানো সিঁড়ি, চিনা মাটির দুর্লভ সংগ্রহ, ভাস্কর্য, খোদাই শিল্প, চিত্রিত কাপড়, নকশা করা কাপড়, ল্যাকার, ব্রোঞ্জের তৈরি সামগ্রী ও অন্যান্য অ্যান্টিক সামগ্রী পর্যটকদের অতীতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। সবমিলিয়ে পেনাং ভ্রমণ আনন্দদায়ক হবে। ভারতীয়দের ভ্রমণের সুবিধার্থে মালয়েশিয়া সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। যাওয়ার আগে বিস্তারিত জেনে নিলে সুবিধা।

কীভাবে যাবেন?

যাওয়া যায় আকাশ পথে। মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্স ও অন্যান্য বিমান সংস্থা নিয়মিত পেনাংয়ে ফ্লাইট পরিচালনা করে থাকে। কিছু এয়ারলাইন্স ছুটির সময়ে আলাদা প্যাকেজ দেয়, এই বিষয়ে ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে। যাওয়া যায় জলপথেও। ১৯৮৫ সালে পেনাং মালয় উপদ্বীপের মূলভূমির সঙ্গে পেনাং ব্রিজের মাধ্যমে যুক্ত হয়েছে, যা পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ একটি সেতু। বিমান থেকে নেমে গাড়ি ভাড়া করে করে সহজেই পৌঁছানো যায়। মালয়েশিয়ান রেলওয়ের যেসব ট্রেন সিঙ্গাপুর ও কুয়ালালামপুরের মধ্যে চলাচল করে পেনাংয়ে সেগুলোর স্টপেজ রয়েছে।

কোথায় থাকবেন?

পেনাংয়ে বেশকিছু হোটেল এবং পর্যটক নিবাস রয়েছে। সবচেয়ে ভাল কিছু হোটেল আর পর্যটক নিবাস হলে দি কপথর্ণ অর্কিড পেনাং, ফেরিঙ্গি মুতিয়ারা অ্যাপার্টমেন্ট, হলিডে ইন পেনাং, বেইয়ান লেপাসের কাছে হোটেল ইকুয়াটোরিয়াল পেনাং, লোন পাইন হোটেল পেনাং ইত্যাদি। থাকা খাওয়ার কোনও অসুবিধা হবে না।

দ্য হান্ড্রেড-এ নর্দার্ন সুপার চার্জার্স দলে পাকিস্তানের আমির ও ওয়াসিম থাকায় তোপের মুখে কাব্য মারান

রুটকেই সিরিজের নায়ক বাছলেন ব্রুক

লন্ডন, ৬ অগাস্ট : গৌতম গম্ভীর তাঁকে সদ্যসমাপ্ত সিরিজে ইংল্যান্ডের সেরা ক্রিকেটার হিসাবে বেছেছিলেন। আর ভারতীয় কোচের এই সিদ্ধান্তে অবাক হ্যারি ব্রুক! তিনি সাফ জানাচ্ছেন, এই পুরস্কার প্রাপ্য ছিল জো রুটের।

এই প্রসঙ্গে ব্রুকের বক্তব্য, সিরিজ সেরার পুরস্কার পেয়ে আমি কিছুটা অবাকই হয়েছি। জো রুট এই সিরিজে আমার থেকে বেশি রান করেছে। তাই সিরিজ সেরার পুরস্কার ওর প্রাপ্য ছিল। শুধু এই সিরিজ বলেই নয়, রুট বেশ কয়েক বছর ধরেই গ্রীষ্মকালীন সিরিজে দুর্দান্ত ধারাবাহিকতা দেখিয়ে আসছে। আমার মতে, ও-ই ম্যান অফ দ্য সামার।

প্রসঙ্গত, ৫ টেস্টের ৯ ইনিংসে ৩টি সেঞ্চুরি ও ১টি হাফ সেঞ্চুরি-সহ মোট ৫৩৭ রান করেছেন রুট। যা ইংল্যান্ডের ব্যাটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ। অন্যদিকে, সমান টেস্ট খেলে ব্রুক করেছেন ৪৮১ রান। সেঞ্চুরি ও হাফ সেঞ্চুরি করেছেন দু'টি করে।

পাশাপাশি ব্রুক হতাশ ওভাল টেস্টে দলকে জেতাতে না পেরে। তিনি বলছেন, সেঞ্চুরি করার পর যেভাবে আউট হয়েছি, তাতে আমি খুশি নই। ওই সময়

আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে ছিলাম। চেয়েছিলাম, দ্রুত আরও গোটা তিরিশেক রান তুলে নিতে। তাহলে ম্যাচ পুরোপুরি আমাদের পকেটে চলে আসত। কিন্তু বড় শট খেলতে গিয়ে আউট হলাম। নইলে দলকে জিতিয়েই ফিরতাম।

সেরা ফোর্টিস

লন্ডন : ওভাল টেস্টের আগে গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন পিচ কিউরেটর লি ফোর্টিস। এরপর ইংল্যান্ড শেষ ম্যাচ হেরে যাওয়াতে ঘরেও প্রবল সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল ফোর্টিসকে। যদিও সেই বিতর্কিত ফোর্টিসকেই সেরা পিচ কিউরেটরের সম্মান দিল ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। এই নিয়ে টানা তিন বছর এই সম্মান পেলেন তিনি। ফোর্টিসের বক্তব্য, আমাকে জোর করে খলনায়ক বানানো হয়েছিল। যা আমি কখনও ছিলাম না। আশা করি, ওভাল টেস্ট সবাই উপভোগ করেছেন। পরিবেশ তো পুরো আইপিএলের মতোই ছিল। অসাধারণ একটা টেস্ট ম্যাচ হল। পিচ কিউরেটর হিসাবে আমিও গর্বিত।

স্বস্তি বোর্ডের

নয়াদিল্লি : লোকসভার বাদল অধিবেশনে পেশ হওয়া জাতীয় ক্রীড়া বিলে সংশোধনী এনেছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক। এর ফলে যে সব ক্রীড়া সংস্থা আর্থিক সহায়তার জন্য সরকারের উপর নির্ভরশীল নয়, তাদের বিরুদ্ধে রাইট টু ইনফরমেশন (আরটিআই) প্রয়োগ করা যাবে না। যেহেতু ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড আর্থিকভাবে সরকারের উপর নির্ভরশীল নয়, ফলে তারা আরটিআই-এর আওতার বাইরে চলে এল। এতে স্বস্তিতে বিসিসিআই। প্রসঙ্গত, গত ২৩ জুলাই লোকসভায় জাতীয় ক্রীড়া বিল পেশ করেছিলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডাভিয়া।

সিরাজের লাফ

দুবাই : সদ্যসমাপ্ত ওভাল টেস্টে বল হাতে আগুনে ফর্মে থাকার পুরস্কার। আইসিসি টেস্ট বোলারদের ক্রমতালিকায় ১২ ধাপ এগিয়ে ১৫তম স্থানে উঠে এলেন মহম্মদ সিরাজ। এদিকে, ওভালে সেঞ্চুরি করার ফল পেয়েছেন যশস্বী জয়সওয়ালও। বাঁ হাতি ভারতীয় ওপেনার তিন ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন পঞ্চম স্থানে। তবে প্রথম দশের বাইরে ছিটকে গেলেন ভারতীয় অধিনায়ক শুভমন গিল। চার ধাপ পিছিয়ে তিনি নেমে গিয়েছেন ১৩ নম্বরে। যশস্বী ছাড়া টেস্ট ব্যাটারদের ক্রমতালিকার প্রথম দশে রয়েছেন আরেক ভারতীয় ঋষভ পন্থ। তিনি এক ধাপ পিছিয়ে অষ্টম স্থানে নেমে গিয়েছেন।

ছাত্রীকে কলেজ ভর্তির টাকা দিলেন ঋষভ

নয়াদিল্লি, ৬ অগাস্ট : দলের স্বার্থে ভাঙা পা নিয়ে ম্যাঞ্চেস্টারে ব্যাট করতে নেমে সবার মন জিতেছিলেন। এবার মাঠের বাইরেও ঋষভ পন্থের মানবিক মুখের সাক্ষী রইলেন সবাই। কর্নাটকের রবকাভি গ্রামের মেয়ে জ্যোতি কানাবুর মাধ কলেজের যোগ্যতা অর্জন পরীক্ষায় ৮৫ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন। স্বপ্ন ছিল কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে স্নাতকস্তরে পড়াশোনা করার। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় অর্থ।

জামখন্ডির বিজাপুর লিঙ্গায়েত এডুকেশন ইন্সটিটিউশনে সুযোগ পেলেও, কলেজে ভর্তির জন্য প্রয়োজন ছিল ৪০ হাজার টাকার। যা জোগাড় করতে পারেননি জ্যোতির বাবা তীর্থায়া কানাবুর মাথের। পরিবারের তরফে স্থানীয় এক শুভাকাঙ্ক্ষী বেঙ্গালুরুর ক্রিকেট মহলে নিজের পরিচিত কয়েকজনকে এই ঘটনার কথা জানিয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে এই খবর এসে পৌঁছয় পন্থের কানে। সঙ্গে সঙ্গে ওই দুঃস্থ ছাত্রীর ভর্তির জন্য ৪০ হাজার টাকা সরাসরি কলেজে পাঠিয়ে দেন। পন্থের মতো ক্রিকেট তারকা যে ভর্তির পুরো অর্থটাই কলেজে জমা করেছেন, সেটা শুরুতে জানতে পারেননি জ্যোতি। খবর জানাজানি হওয়ার পর, জ্যোতি এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে একটি খোলা চিঠিতে পন্থকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানান। জ্যোতি জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে সফটঅয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে পন্থের দেখানো পথ অনুসরণ করে দুঃস্থ পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়াবেন।

কোস্তার মৃত্যুতে শোক রোনাল্ডোর

লিসবন, ৬ অগাস্ট : হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মঙ্গলবার প্রয়াত হয়েছেন পর্তুগালের প্রাক্তন অধিনায়ক ৫৩ বছরের জর্জে কোস্তা। মাঠেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। দেশের জার্সিতে ৫০ ম্যাচ খেলা এই সেন্টার ব্যাক এফসি পোর্তোর কিংবদন্তি। পোর্তোর চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী দলের অধিনায়ক অবসরের পর কোচিং জীবনেও সাফল্য পেয়েছেন। আইএসএলে মুম্বই সিটি এফসি-কে কোচিং করিয়ে যাওয়া কোস্তার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, হোসে মোরিনহোরা।

রোনাল্ডো শোকবার্তায় এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'বিদায় জর্জে কোস্তা। চিরকালের জন্য, সর্বদা ভালবাসি। মোরিনহো চোখের জলে বিদায় জানিয়েছেন জর্জকে। ২০০৪ সালে ফুটবল বিশ্বকে চমকে দিয়েছিল মোরিনহোর পোর্তো।

ইউরোপের প্রথম সারির ক্লাবগুলিকে টেক্কা দিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতে নেয় পর্তুগালের ক্লাবটি। দলের অধিনায়ক ছিলেন কোস্তা। চোখের জল মুছে ফেনারবেসের কোচ মোরিনহো বলেন, জর্জে এমন একজন অধিনায়ক ছিল যে কোচকে সম্মান করতে জানত। আমরা এক ইতিহাসের অংশ। চিরকাল জর্জে ইতিহাসের পাতায় থাকবে। টিমের নেতা হিসেবে কোচকে কোচের কাজ করতে দিত। বাকি আবর্জনা ওই পরিষ্কার করত।

দ্রুত মাঠে ফিরছেন মেসি

ফ্লোরিডা, ৬ অগাস্ট : চোট সারিয়ে সময়ের থেকে অনেক আগেই মাঠে ফিরবেন লিওনেল মেসি। আশাবাদী ইন্টার মায়ামি কোচ হাভিয়ের মাসচেরানো। গত রবিবার লিগস কাপে মেক্সিকোর ক্লাব নেকাক্সার বিরুদ্ধে ডান পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন মেসি। যার জেরে ২-৩ সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে ছিটকে গিয়েছেন।

এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার আরও একটি লিগস কাপের ম্যাচ খেলতে নামছে ইন্টার মায়ামি। প্রতিপক্ষ আরেক মেক্সিকান ক্লাব

পুমাস ইউএনএম। তার আগে মাসচেরানো বলেছেন, এইম্যাচে লিওকে পাওয়া যাবে না। তবে ভাল খবর হল, ওর চোট মোটেই গুরুতর নয়। ফলে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরতে ২-৩ সপ্তাহ সময় লাগবে বলে মনে হয় না। আমার ধারণা, আরও আগে লিওকে আমরা মাঠে দেখতে পাব।

ইন্টার মায়ামি কোচ আরও বলেন, লিওর সঙ্গে আমার রোজই কথা হচ্ছে। ও নিজেও দ্রুত ফিট হয়ে ওঠার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। দুটো দিন পর, বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা হবে ও কতটা উন্নতি করছে। আমরা আশাবাদী। ইন্টার মায়ামির পরের ম্যাচ সোমবার। মেজর লিগ সকারে অরল্যান্ডো সিটির বিরুদ্ধে।

সিনসিনাটিতে খেলছেন সিনার ও আলকারেজ

উইম্বলডনের পর মুখোমুখি

টুর্নামেন্টের আগে প্রস্তুতিতে দেখা হয়ে গেল সিনার ও আলকারেজের।

সিনসিনাটি, ৬ অগাস্ট : উইম্বলডন ফাইনালের পর বেশ কিছুদিন বিশ্রাম নিয়েছিলেন। এবার সিনসিনাটি ওপেন দিয়ে কোর্টে ফিরছেন জানিক সিনার ও কার্লোস আলকারেজ। চলতি মাসেই শুরু হচ্ছে বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যামের আসর ইউএস ওপেন। তারই প্রস্তুতি হিসাবে এই টুর্নামেন্টে খেলছেন দুই টেনিস তারকা। তবে নোভাক জকোভিচ আগেই টুর্নামেন্ট থেকে সরে গিয়েছেন। বিশ্বের এক নম্বর সিনার ও দু'নম্বর আলকারেজ এই টুর্নামেন্টে খেলছেন যথাক্রমে শীর্ষ ও দ্বিতীয় বাছাই হিসাবে। সিনার আবার গতবারের চ্যাম্পিয়ন। প্রথম রাউন্ডে দু'জনেই সহজ প্রতিপক্ষ পেয়েছেন। বুধবার আলকারেজ যখন প্র্যাকটিস করছিলেন। তখন সেখানে হঠাৎ করেই ঢুকে পড়েন সিনার। তিনিও প্র্যাকটিস করতেই এসেছিলেন। তবে প্র্যাকটিস শুরুর আগে দু'জনে কয়েক মিনিট আড্ডাও দেন। সৌজন্যমূলক কথাবার্তার পাশাপাশি একে অন্যের সঙ্গে মজা করতেও দেখা গিয়েছে দু'জনকে।

এবছরে যে তিনটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম হয়েছে, তার দু'টি (অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও উইম্বলডন) জিতেছেন সিনার। একটি (ফ্রেঞ্চ ওপেন) জিতেছেন আলকারেজ। এর মধ্যে ফ্রেঞ্চ ওপেন এবং উইম্বলডনে খেতাবি লড়াই হয়েছিল সিনার ও আলকারেজের মধ্যে। ইউএস ওপেনেও তাঁদের উপরেই বাজি ধরছেন বিশেষজ্ঞরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

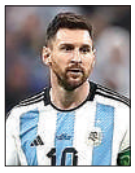

মেসির আর্জেন্টিনা কেরল সফরে না এলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিল কেরল ফুটবল সংস্থা

মাঠে ময়দানে

7 August, 2025 • Thursday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৭ অগাস্ট ২০২৫
বৃহস্পতিবার

হামিদের গোলে শেষ আটে ইস্টবেঙ্গল

গোলের উচ্ছ্বাস হামিদ ও রশিদের। ছবি : সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

ইস্টবেঙ্গল ১ (হামিদ) নামধারী ০

প্রতিবেদন : লাল-হলুদ জার্সিতে অভিষেক ম্যাচেই গোল হামিদ আহদাদের। মরোক্কান স্ট্রাইকারের ৬৮ মিনিটে করা গোলে নামধারী এফসিকে ১-০ গোলে হারিয়ে ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল। টানা দু'ম্যাচ জিতে লাল-হলুদের ঝুলিতে ৬ পয়েন্ট। তিন ম্যাচ খেলে সমান পয়েন্ট নামধারীরও। তবে শেষ ম্যাচ হেরে গেলেও, হেড টু হেডে এগিয়ে থাকার জন্য নামধারীকে টপকে শেষ আটে উঠে যাবে ইস্টবেঙ্গল।

অভিষেক ম্যাচে নজর কাড়লেন মিগুয়েল ফিগুয়েরাও। ব্রাজিলীয় অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার প্লে-মেকারের ভূমিকায় অনবদ্য। লাল-হলুদের জয়সূচক গোলটিও এল মিগুয়েল-হামিদের যুগলবন্দিতে। এবং মহম্মদ রশিদ। ইস্টবেঙ্গলের মাঝমাঠের হৃৎপিণ্ড প্যালেস্তাইন জাতীয় দলের সদস্য। গোটা মাঠজুড়ে ফুটবল খেলে গেলেন রশিদ। সবে মরশুমের শুরু। কেউই পুরোপুরি ফিট নন। তবে এই তিন নতুন বিদেশিকে নিয়ে কিন্তু স্বপ্ন দেখতেই পারেন লাল-হলুদ ভক্তরা।

চার বিদেশিকে রেখেই এদিন দল সাজিয়েছিলেন অস্কার ব্রুজো। মাঝমাঠে রশিদ, মিগুয়েল ও সাউল ক্রেসপো। স্ট্রাইকারে একা দিয়ামানতাকোস। শুরু থেকেই নামধারীকে চেপে ধরেছিল ইস্টবেঙ্গল। বিরতির আগেই হ্যাটট্রিক করে ফেলতে পারতেন মিগুয়েল। দু'বার তাঁর হেড যথাক্রমে পোস্ট ও ক্রসপিসে লাগল। একবার শট পোস্টে ফিরে এল। দুটো দারুণ সেভ করলেন নামধারীর গোলকিপার নীরজ কুমার। একবার রশিদের জোরালো শট বাঁচালেন। আরও একবার ক্রেসপোর হেড গোলে ঢোকার মুখে অসাধারণ দক্ষতার দলকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করলেন। ফলে একচেটিয়া প্রাধান্য রেখেও বিরতির আগে গোলের দেখা পায়নি ইস্টবেঙ্গল।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই গোলের জন্য ঝাঁপিয়েছিলেন মিগুয়েলরা। কিন্তু সুযোগ তৈরি করেও কাজের কাজ করতে ব্যর্থ হচ্ছিলেন। গোলের জন্য মরিয়া অস্কার ৬০ মিনিটে দিয়ামানতাকোসকে তুলে নিয়ে মাঠে নামিয়ে দেন হামিদকে। আর মাঠে নামার আট মিনিটের মধ্যেই লক্ষ্যভেদ করেন লাল-হলুদের মরোক্কান স্ট্রাইকার। মিগুয়েলের কর্নার থেকে নিখুঁত হেডে বল জালে জড়ান তিনি। এগিয়ে যাওয়ার পর, আরেক বিদেশি আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডার কেভিন সিবিল্লেকেও মাঠে নামিয়ে দেন অস্কার। ফলে এই ম্যাচে নিজের ছয় বিদেশিকেই পরখ করে নিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। শেষ দিকে এডুমন্ডের সেন্টার থেকে ফাঁকায় বল পেয়েও বারের উপর দিয়ে উড়িয়ে দেন হামিদ। নইলে তাঁর নামের পাশে জোড়া গোল লেখা থাকত।

তবে এত কিছুর পরেও চিন্তা রয়ে গেল পুরনো দুই বিদেশিকে নিয়ে। প্রথম ম্যাচে পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা গোল পেয়েছিলেন দিয়ামানতাকোস। এদিন গ্রিক স্ট্রাইকার সারাক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে ছুটোছুটি করেই দায়িত্ব সারলেন। এবং সাউল। স্প্যানিশ মিডফিল্ডারকে নিয়ে যত কম কথা লেখা যায়, ততই ভাল!

চোট সমস্যায় মহামেডান
সামনে বিএসএফ

প্রতিবেদন : প্রথম দুই ম্যাচ হেরে ডুরান্ড কাপ থেকে আগেই ছিটকে গিয়েছে মহামেডান স্পোর্টিং। বৃহস্পতিবার শেষ ম্যাচে মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর দলের সামনে সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। দু'দলই তাদের প্রথম দুই ম্যাচ হেরেছে। বিএসএফ দুই ম্যাচে ১২ গোল হজম করেছে। এমন এক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নামার আগেও স্বস্তিতে নেই মহামেডান। কলকাতা লিগ থেকে ডুরান্ড, টানা সাত হারে বিপর্যস্ত মহামেডান। নিয়মরক্ষার শেষ ম্যাচে নামার আগে চোট ও কার্ড সমস্যায় মেহরাজের দল। অ্যাশলে কোলি, অ্যাডিসন চোট সারিয়ে পুরো ফিট নন। কার্ড সমস্যা রয়েছে প্রথম একাদশের দুই ফুটবলারের। কোচ মেহরাজ বললেন, চোট ও কার্ড সমস্যা থাকলেও আমরা শেষ ম্যাচটা জয়ের জন্য ঝাঁপাব। ছেলেদের মোটিভেশন রয়েছে।

সুযোগ নষ্ট, ড্র ডায়মন্ড হারবারের

প্রতিবেদন : ডুরান্ড কাপের মধ্যেই কলকাতা লিগে নেমে পিয়ারলেসের কাছে আটকে গেল ডায়মন্ড হারবার এফসি। বুধবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে নৈহাটি স্টেডিয়ামে ছিল ম্যাচ। সুযোগ নষ্টের খেসারত দিয়ে ম্যাচ ড্র করল ডায়মন্ড হারবার। জিততে না পারলেও কলকাতা লিগে এখনও অপরাজিত সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাব। ৭ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'বি'-তে চতুর্থ স্থানে ডায়মন্ড হারবার। এক ম্যাচ বেশি খেলে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে পিয়ারলেস। লিগে তারা মহামেডানকেও রুখে দিয়েছিল।

নৈহাটিতে এদিন দু'দলের মধ্যে উপভোগ্য ফুটবল হয়। প্রথমার্ধটা যদি হয় পিয়ারলেসের, তবে দ্বিতীয়ার্ধ ডায়মন্ড হারবারের। খেলার শুরু থেকে মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ডায়মন্ড রক্ষণে চাপ বাড়ানোর চেষ্টা করেছিল পিয়ারলেস। কিন্তু দীপাঙ্কুর শর্মার ছেলেরা পাল্টা প্রতি-

লালসিয়েমের গোলে সমতা ফেরানোর পর।

আক্রমণে প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলার চেষ্টা করেছে। পিয়ারলেস অবশ্য রক্ষণ সামলে আক্রমণে ধার বাড়ায়। ২২ মিনিটে প্রথম গোলও তুলে নেয় পিয়ারলেস। লিটলাং সিমেলিয়ে দলকে এগিয়ে দেন।

২০১৯-এর কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়নদের উচ্ছ্বাস অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তিন মিনিটের মধ্যে ম্যাচে সমতা ফেরায় ডায়মন্ড হারবার। ২৫ মিনিটে গোল করেন লালসিয়েম চোঙ্গলোই।

প্রথমার্ধের বাকি সময়ে দু'পক্ষের তুল্যমূল্য লড়াই হয়। দু'দলের কাছেই সুযোগ এসেছিল। দ্বিতীয়ার্ধে ডায়মন্ড হারবারের আক্রমণে ঝাঁজ বাড়ে। কর্তৃত্ব নিয়ে খেলেন আকাশ হেমব্রম, পবন, লালসিয়েমরা। কিন্তু ফাইনাল থার্ডে ভুল করেন ডায়মন্ডের ফুটবলাররা। একের পর এক সহজ সুযোগ নষ্ট করেন তাঁরা। আকিব, আকাশরা সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে পুরো তিন পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়তে পারত ডায়মন্ড হারবার। ম্যাচের শেষ মিনিটে পিয়ারলেস সহজ সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু ডায়মন্ডের গোলকিপার রোহন পাত্র পরিত্রাতা হয়ে দাঁড়ান।

ফুটবল বন্ধ চেন্নাইয়িনেও
আজ দিল্লির বৈঠকে নেই মোহনবাগান

প্রতিবেদন : ভারতীয় ফুটবল নিয়ে ডামাডোলে দলগুলোর আতঙ্ক কাটাতে বৃহস্পতিবার রাজধানীর ফুটবল হাউসে আইএসএলের ক্লাবগুলিকে নিয়ে আলোচনায় বসছেন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের শীর্ষকর্তারা। আটটি ক্লাব বৈঠক চেয়ে ফেডারেশনকে চিঠি দিলেও তিন প্রধান-সহ বাকি পাঁচটি ক্লাবকেও ডাকা হয়েছে। বৈঠকে থাকবে এফএসডিএলের প্রতিনিধিও। সিইওদের মিটিংয়ে অবশ্য থাকবে না মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ধোঁয়াশা রয়েছে ইমামি ইস্টবেঙ্গলের হাজিরা নিয়েও। তবে মহামেডান স্পোর্টিংয়ের সিইও বৈঠকে থাকবেন বলে জানিয়েছেন ক্লাবকর্তা কামারুদ্দিন আহমেদ।

ইস্টবেঙ্গলের এক ইনভেস্টর কর্তা বললেন, আমরা এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। আমাদের কাছে মিটিংয়ের অ্যাজেন্ডা পরিষ্কার নয়। সিদ্ধান্ত হলে বৃহস্পতিবার সকালে সিইও বা কোনও একজন ডিরেক্টর বৈঠকে যাবেন। আসলে এই বৈঠকে কোনও সিদ্ধান্তই নিতে পারবে না ফেডারেশন। আইএসএল নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটবে ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় এলেই। তখনই একটা রাস্তা বেরোতে পারে কীভাবে এফএসডিএলের সঙ্গে মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট নিয়ে এগোনো যাবে এবং আইএসএল শুরু করা সম্ভব হবে। তাছাড়া সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না ফেডারেশন। তাহলেই আদালত অবমাননার দায়ে পড়তে হবে কল্যাণ চৌবেদের।

আইএসএল নিয়ে অনিশ্চয়তায় একের পর এক ক্লাব ফুটবলারদের চুক্তি, বেতন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। ওড়িশা, বেঙ্গালুরুর পর চেন্নাইয়িন এফসি-ও তাদের যাবতীয় ফুটবল সংক্রান্ত কাজকর্ম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বেতন, চুক্তি সব আপাতত বাতিল।

হোটেলে আগুন, পিছোল চেন্নাই দাবা

প্রতিবেদন : চেন্নাই গ্র্যান্ডমাস্টার দাবা বুধবার শুরু হওয়ার কথা থাকলেও তা একদিন পিছিয়ে দেওয়া হল। চেন্নাইয়ের যে হোটেলে প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছিল সেখানে আগুন লেগে যায় মঙ্গলবার রাতে। তবে দাবাড়ুরা সবাই সুরক্ষিত রয়েছেন।

ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার এবং টুর্নামেন্ট ডিরেক্টর শ্রীনাথ নারায়ণ জানিয়েছেন, দাবাড়ুদের কাছাকাছি অন্য একটি হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তিনি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, হোটেলে আগুন লেগে গিয়েছিল। সেখানেই চেন্নাই জিএম হওয়ার কথা। দাবাড়ুরা সুরক্ষিত। তাদের অন্য হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। একদিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রতিযোগিতা। চেন্নাই গ্র্যান্ডমাস্টার দাবায় অর্জুন এরিগাইসি, বিদিত গুজরাটি, নেদারল্যান্ডসের অনীশ গিরির মতো দাবাড়ুরা অংশ নিচ্ছেন। এদিকে আগামী বছর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে খেতাব ধরে রাখতে ক্লাসিক্যাল ফরম্যাটেই বেশি খেলতে চান বিশ্বের ছ'নম্বর ১৯ বছরের ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার ডোম্মারাজু গুকেশ। তাঁর ভারতীয় বন্ধুরা অবশ্য দ্রুততম ফরম্যাট ফ্রিস্টাইল র‍্যাপিড দাবা বেশি পছন্দ করছেন। বিশ্বের চার নম্বর ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার আর প্রজ্ঞানন্দ গুকেশের মতো চেন্নাইয়ের ছেলে। লাস ভেগাসে ফ্রিস্টাইল চেস ট্যুরে ম্যাগনাস কার্লসেনকে হারিয়ে জানিয়েছিলেন, ক্লাসিক্যালের থেকে ফ্রিস্টাইল র‍্যাপিড ইভেন্ট তিনি বেশি পছন্দ করছেন। তবে বিশ্বসেরার খেতাব ধরে রাখতে গুকেশ অগ্রাধিকার দিচ্ছেন ক্লাসিক্যালকেই। আগামী বছরও এই ফরম্যাটে হবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ। গুকেশ বলেছেন, বছরের বাকি পর্বে বেশি ক্লাসিক্যাল ইভেন্ট খেলতে চাইছি। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ সামনের বছর। তারজন্য প্রস্তুতি শুরু করতে হবে।

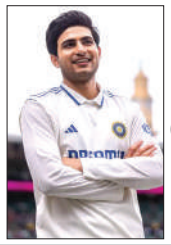

আইসিসির জুলাই মাসের সেরা ক্রিকেটার হওয়ার দৌড়ে শুভমন গিল

ফিরলেন সিরাজ, অপেক্ষা সংবর্ধনার

হায়দরাবাদ বিমানবন্দরে সিরাজ। বুধবার।

হায়দরাবাদ, ৬ অগাস্ট : ওভালে ভারতকে জিতিয়ে নিজের শহর হায়দরাবাদে ফিরলেন মহম্মদ সিরাজ। প্রত্যাশিতভাবেই ভারতীয় পেসারের ঘরে ফেরা উপলক্ষে বিমানবন্দরে প্রচুর মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। ক্লান্ত সিরাজ অবশ্য তাড়াতাড়ি নিজের বাড়ির দিকে রওনা হয়ে যান।

বুধবার বিমানবন্দর থেকে সিরাজ বাইরে বেরিয়ে এসে দেখেন বহু মানুষ তাঁকে দেখবেন বলে অপেক্ষা করছেন। ওভালে শেষদিনে বিধ্বংসী মেজাজে বল করে তিনি ভারতকে জয় এনে দিয়েছিলেন। ম্যাচে ১৯০ রানে ৯টি উইকেট নিয়েছেন সিরাজ। সিরিজে নিয়েছিলেন ২৩টি উইকেট। শেষ টেস্ট ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছেন তিনি।

সাগরপাড়ে অসাধারণ পারফরম্যান্সের পর ঘরের ছেলেকে সংবর্ধনা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থা। এক কর্তার কথায়, আমরা এখনও ওর সঙ্গে কথা বলে উঠতে পারিনি। কিন্তু সিরাজ এখন কয়েক দিন হায়দরাবাদে থাকবে। আমরা তাই ওকে সংবর্ধনা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছি। ইংল্যান্ডে ও দেশের জন্য যা করে এল তাতে আমরা সবাই গর্বিত।

গোটা সিরিজে সিরাজ ১৮৫.৩ ওভার বল করেছেন। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট ব্যাপারটা পছন্দ করুক বা না করুক, তিনি বুমরার অনুপস্থিতিতে সিম বোলিং ইউনিটের নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, বুমরা এই সিরিজে তিনটি টেস্টে খেলেছেন। ওভালে সিরাজ এমন বোলিং না করলে ভারতের ৬ রানে জেতা হত না। সেক্ষেত্রে হাতছাড়া হয়ে যেত সিরিজও।

ভারতীয় ক্রিকেট কারও জন্য কখনও থেমে থাকে না : সৌরভ

মুম্বই, ৬ অগাস্ট : ভারতীয় ক্রিকেট কারও জন্য থেমে থাকে না। শুভমন গিলের নেতৃত্বে তরুণ দল ইংল্যান্ডে সিরিজ ২-২ ড্র করে আসার পর বললেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। নাম না করে এটা যে রোহিত-বিরাটকে বার্তা সেটা না বললেও চলে। এই দুজনেই ইংল্যান্ড সিরিজের আগে টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছিলেন।

স্পোর্টস টক-এ সৌরভ বলেছেন, ভারতে এত প্রতিভা। সবাই দেখেছেন ওরা কীভাবে ব্যাট করল। যখন সুনীল গাভাসকর অবসর নিল, শচীন এল। তারপর দ্রাবিড়, শেহবাগ, লক্ষ্মণ। এদের পর বিরাট এল। এখন যশস্বী, ঋষভ, শুভমনরা দায়িত্ব নিয়েছে। আমাদের ক্রিকেট সিস্টেম ভাল। ঘরোয়া ক্রিকেটের মান খুব উন্নত। প্রতিভাও প্রচুর। আইপিএল একটা ভাল প্ল্যাটফর্ম। এরসঙ্গে ভারত এ, অনূর্ধ্ব ১৯ রয়েছে। ইংল্যান্ড সিরিজ নিয়ে সৌরভের বক্তব্য, ভারত খুব ভাল খেলেছে। ম্যাঞ্চেস্টারে দ্বিতীয় ইনিংসে ০-২ ছিল। তারপর ওভালে সমতা ফেরানো বড় ব্যাপার। এটা তরুণ দল। শুভমন ও গম্ভীরকে অভিনন্দন। ২০০২ বা ২০০৭-এর পর প্রথম ছয় ব্যাটার এত ভাল আগে খেলেনি। রাহুল, শুভমন, যশস্বী, ঋষভ, জাদেজা, ওয়াশিংটন সবাই এই সিরিজে ভাল খেলেছে

এদিকে, মহম্মদ শামি নয়, এশিয়া কাপে মুকেশ কুমারের জন্য দাবি তুলেছেন সৌরভ। বাংলার মিডিয়াম পেসার দেশের হয়ে ১৭টি টি ২০ ম্যাচ খেলেছেন। মুকেশকে শেষবার ভারতের হয়ে খেলতে দেখা গিয়েছে ২০২৪-এর জুলাইয়ে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে। এশিয়া কাপ শুরু হবে ৯ সেপ্টেম্বর। এখন বড় প্রশ্ন সূর্যকুমার যাদব ফিট হতে না পারলে নেতৃত্ব দেবেন কে? সূর্যর হার্নিয়া অস্ত্রোপচার হয়েছে। তিনি এনসিএ-তে রিহ্যাব করছেন। শোনা যাচ্ছে সূর্য না পারলে শুভমন গিলকে নেতা ঘোষণা করা হতে পারে। সূর্যর মতোই অনিশ্চিয়তা সঞ্জু স্যামসনকে নিয়েও। গত আইপিএলে যিনি চোটের জন্য অনেক ম্যাচ মিস করেছেন। এদিকে, ২০২৫ আইপিএলে অরেঞ্জ ক্যাপ পাওয়া সাই সুদর্শন হয়তো সুযোগ পাবেন। কিপার হিসাবে দলে আসার লড়াই রয়েছে সঞ্জু, জিতেশ শর্মা, ইশান কিশান ও প্রভসিমরন সিংয়ের মধ্যে। ঋষভ পন্থ ও কেএল রাহুলকে সম্ভবত বিশ্রাম দেওয়া হবে। জসপ্রীত বুমরাকেও। ব্যাটিংয়ে আলোচনার মধ্যে থাকবে শ্রেয়স আইয়ারের নাম। অভিষেক শর্মা, শিবম দুবে দলে থাকেন কিনা সেটাও দেখার।

ভারতে এত প্রতিভা। সবাই দেখেছেন ওরা কীভাবে ব্যাট করল। যখন সুনীল গাভাসকর অবসর নিল, শচীন এল। তারপর দ্রাবিড়, শেহবাগ, লক্ষ্মণ। এদের পর বিরাট এল। এখন যশস্বী, ঋষভ, শুভমনরা দায়িত্ব নিয়েছে

গত ইংল্যান্ড সফরে মুকেশ এ দলের সঙ্গে থাকলেও টেস্ট দলে জায়গা পাননি। সৌরভ এতে অবাক হয়েছিলেন। মুকেশও হরষিত রানাকে ব্যাক আপ হিসাবে ডেকে নেওয়ার পর ইঙ্গিতে নিজের হতাশা প্রকাশ করেছিলেন। এবার এক সর্বভারতীয় মিডিয়াকে সৌরভ বলেছেন, এশিয়া কাপে মুকেশের খেলা উচিত। ওরকম কন্ডিশনে ও ভাল বল করবে। ঘরোয়া ক্রিকেটে মুকেশ নিয়মিত উইকেট নেয়। ওর সুযোগ প্রাপ্য। মুকেশকে অল ফর্ম্যাট বোলার বলেই মনে করেন সৌরভ। তাঁর কথায়, সামনে যখন আর কোনও টেস্ট ম্যাচ নেই তখন মুকেশকে টি ২০ ক্রিকেটে দেখে নেওয়া যেতে পারে। ও এমন একজন বোলার যে সব ফর্ম্যাটে খেলতে পারে। ওকে শুধু ধৈর্য দেখাতে হবে।

বোলিংকে নেতৃত্ব দিতে সিরাজ প্রস্তুত : গ্রেগ

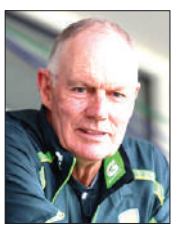

মেলবোর্ন, ৬ অগাস্ট : সদ্যসমাপ্ত ইংল্যান্ড সফরে মহম্মদ সিরাজের বোলিং দেখে মুগ্ধ গ্রেগ চ্যাপেল। এতটাই যে, প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক কোনও রাখঢাক না করেই জানাচ্ছেন, ভারতীয় বোলিংকে নেতৃত্ব দিতে সিরাজ পুরোপুরি তৈরি।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টে ২৩ উইকেট নিয়েছেন সিরাজ। যা দু'দলের বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ। এই সিরিজে তিনটের বেশি টেস্ট খেলেননি জসপ্রীত বুমরা। তাঁর অনুপস্থিতিতে দারুণভাবে ভারতীয় জোরে বোলিংয়ের নেতৃত্ব দিয়েছেন সিরাজ। গোটা সিরিজে ১৮৫.৩ ওভার বল করেছেন। এত বেশি বোলিং দু'দলের আর কোনও বোলার করেননি।

মুগ্ধ গ্রেগ বলছেন, সত্যি কথা বলতে কী, সিরাজ অতীতেও দারুণ পারফরম্যান্স করেছে। এমসিজিতে, গাব্বায়, পারথে, লর্ডসে, কেপটাউনে, বার্মিংহামে। কিন্তু ওভালের ও যা করছে, তা অতীতের সব পারফরম্যান্সকে ছাপিয়ে গিয়েছে। এক কথায় অসাধারণ। বুমরা খেলুক বা না খেলুক, ভারতীয় বোলিংকে নেতৃত্ব দিয়ে সিরাজ এখন পুরোপুরি তৈরি।

ইংল্যান্ড সিরিজে দারুণ ফর্মে ছিলেন ভারতীয় ব্যাটাররা। শুভমন গিল সাতশোর বেশি রান করেছেন। পাঁচশোর বেশি রান করেছেন কে এল রাহুল এবং রবীন্দ্র জাদেজা। যশস্বী জয়সওয়াল, ঋষভ পন্থ, ওয়াশিংটন সুন্দররাও ব্যাট হাতে দলকে ভরসা দিয়েছেন। তবুও সিরাজকেই ভারতীয় দলের সেরা অস্ত্র বলে চিহ্নিত করছেন গ্রেগ। তিনি বলছেন, ভারতীয় ব্যাটাররা এই সিরিজে অসাধারণ ব্যাটিং করেছে। তবে ভারত যে এই সিরিজে ইংল্যান্ডের সঙ্গে সেয়ানে সেয়ানে লড়াই চালিয়ে গিয়েছে, তার কারণ সিরাজ।

শুভমনে মজে শচীন, তোপ স্টোকসকেও

মুম্বই, ৬ অগাস্ট : জিমি অ্যান্ডারসনের সঙ্গে তাঁর নামও রয়েছে ট্রফিতে। অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকর ট্রফি। পাঁচ টেস্টের উত্তেজক সিরিজের গুরুত্বপূর্ণ নানা মুহূর্ত নিয়ে কথা বলেছেন শচীন তেন্ডুলকর। অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক সিরিজেই শচীনের মন জিতে নিয়েছেন শুভমন গিল। সিরিজ জুড়ে মহম্মদ সিরাজের বোলিংয়েও মুগ্ধ মাস্টার ব্লাস্টার। ম্যাঞ্চেস্টারে হ্যান্ডশেক বিতর্কেও বেন স্টোকসের সমালোচনা করতে ছাড়েননি শচীন।

প্রথমবার টেস্ট নেতৃত্ব পেয়েই ইংল্যান্ডের মাটিতে সিরিজ ড্র রেখেছেন শুভমন। তাঁকে নিয়ে শচীন বলেছেন, ২-২ ফলাফল ঠিকঠাক। পরিস্থিতি কিছুটা বদলাতে পারত। তবে ক্রিকেটে যদি-কিন্তু হয় না। অধিনায়ক গিলকে বেশ শান্ত দেখিয়েছে। ঠান্ডা মাথায় নেতৃত্ব দিয়েছে। বিপক্ষ রান তুলতে থাকলে অধিনায়কের কাজটা কঠিন হয়ে যায়। সব মিলিয়ে, দলের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল গিলের। অধিনায়ক হিসেবে এটা ওর প্রথম সিরিজ। ইংল্যান্ডে ব্যাটার হিসেবেও। গিল ও ভারতীয়রা যেভাবে ব্যাট করেছে, তা অন্য কোনও দল সহজে পারত না।

সিরাজের গোটা সিরিজ জুড়ে বিধ্বংসী বোলিংয়ের প্রশংসা করে শচীন বলেন, সিরাজ বিশাল হৃদয়ের। প্রাপ্য কৃতিত্ব ও পায় না। অসাধারণ, অবিশ্বাস্য। ওর বোলিং আমার খুব ভাল লাগে। সিরাজের পায়ের স্প্রিংটা দারুণ। স্কোরবোর্ডের দিকে না তাকিয়ে শুধু ওর শরীরী ভাষার দিকে চেয়ে থাকলে বোঝা যাবে না যে, ৫ উইকেট নিয়েছে নাকি কোনও উইকেটই নেয়নি। ওর শরীরী ভাষা, মানসিকতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি একইরকম থাকে। আর একটা ব্যাপার, সিরিজে বুমরার অনুপস্থিতিতে দু'টি টেস্ট ভারত জিতেছে বলে কথা হচ্ছে। এটা স্রেফ কাকতালীয় ঘটনা।

হ্যান্ডশেক বিতর্কে স্টোকসকে একহাত নিয়েছেন শচীন। যখন টেস্ট বাঁচানোর মরিয়া চেষ্টা করছে ভারত, তখন ইংল্যান্ড কেন ড্র করার প্রস্তাব নিয়ে হ্যান্ডশেক করতে গেল? ওরা হ্যারি ব্রুককে বল দিয়েছে, সেটা ওদের ব্যাপার। জাদেজা, ওয়াশিংটনরা সেঞ্চুরির জন্য খেলেনি। ম্যাচ বাঁচাতে খেলেছে। ওদের ক্রিজে আসার আগে তো ব্রুককে দিয়ে বল করায়নি ইংল্যান্ড। তাহলে কি স্টোকস পঞ্চম টেস্টের জন্য বোলারদের বিশ্রাম দিতে চেয়েছিল?